Contents

দশম বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

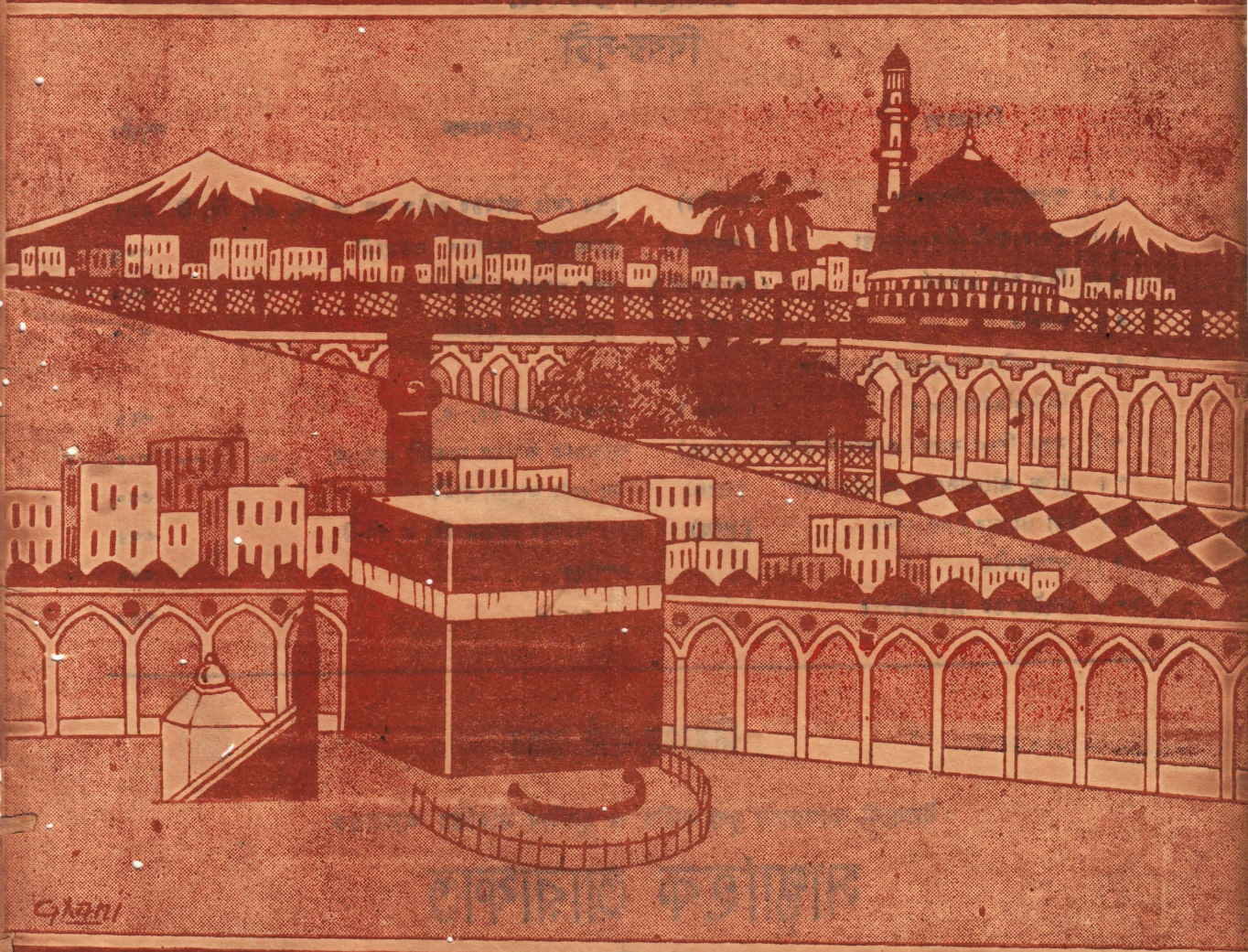

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আকতার আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬· ৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৬৯ বাং জুন—১৯৬২ ইং

মোহার্‌রম—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়বস্তু		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	২৯৭
২।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৩০১
৩।	সিজ্‌দার তাৎপর্য	(আলোচনা)	শেখ আবদুর রহীম	৩০৯
৪।	তকলীদ	(")	মোঃ মতিউর রহমান	৩১৭
৫।	মহা নবীর জীবদ্দশায় কি হাদীস লিখিত হইয়াছিল ?	(প্রবন্ধ)	মেহরাব আলী বি, এ,	৩২১
৬।	নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা ও আরবী ভাষা	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ, ...	৩২৫
৭।	মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা	(প্রবন্ধ)	ডঃ মোঃ আবদুল বারী	৩৩০
৮।	মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ	(প্রবন্ধ)	মোঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি	৩৩৪
৯।	সম্পাদকীয়		সম্পাদক	৩৩৭
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার			৩৪১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৫ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি

বার্ষিক মূল্য : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	জুন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, মোহার্‌রম ১৩৮২ হিঃ, আষাঢ় ১৩৬৯ বংগাব্দ	সপ্তম সংখ্যা

প্রকাশ মহল : ১৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শেখ আবদুর রহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

একাদশ রুকূ : আয়াত ৮৭ — ৯৩

৮৭) ولقد اتينا موسى الكتب وقفينا
من بعده بالرسل' واتينا عيسى ابن مريم
البينت وايدنه بروح القدس' افكلما
جاءكم رسول بما لاتهوي انفسكم استكبرتم

৮৭। আর ইহা নিশ্চিত যে, আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাঁহার পরে রসূলদিগকে পর্যায়ক্রমে পাঠাইয়াছিলাম। আর আমি মর্‌য়ম-তনয় ‘ঈসাকে প্রকাশ্য প্রমাণাদি দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে পাক রূহ-যোগে[১০] শক্তিশালী করিয়াছিলাম। অনন্তর এ কী [আচরণ তোমাদের]! তোমাদের মন যাহা চায় না এমন কিছু লইয়া যখনই কোন রসূল তোমাদের নিকটে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

আসিয়াছেন তখনই তোমরা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছ [এবং রসূলের কথার অবমাননা করিয়াছ]। ফলে তোমরা [তাঁহাদের] কোন দলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ এবং অপর কোন দলকে হত্যা করিয়া চলিতেছ।[৯১]

٨٨) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

৮৮। আর তাহারা বলিত, "আমাদের অন্তর সুরক্ষিত ভাণ্ডার বিশেষ।[৯২] না; বরং তাহাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাহাদিগকে [আখিরাতে] নিজ রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন। তাই তাহাদের কেহই ঈমান আনে না।

٨٩) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

৮৯। এবং তাহাদের সঙ্গে [তাওরাৎ, ইন্‌জীল ইত্যাদি] যাহা রহিয়াছে তাহার সমর্থনকারী কিতাব [কুরআন] আল্লার নিকট হইতে তাদের নিকটে আসিল—অথচ ইতিপূর্বে তাহারা [ঐ কুরআনের আগমন দ্বারা] কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করিত[৯৩]—অনন্তর তাহারা যাহা উপলব্ধি করিত তাহাই[৯৪] যখন তাহাদের নিকটে আসিল তখন তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া

৯০। 'পাক রূহ-যোগে'—এর একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম তাৎপর্য—'জিব্‌রাঈল-যোগে'—অর্থাৎ জিব্‌রাঈল আঃ সদা সর্বদা হযরত ঈসা আঃ-র সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্য—হযরত ঈসা আঃ-র দেহে পবিত্র আত্মা সঞ্চারিত করিয়া—অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ-কে এমন আত্মা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকে সদা সর্বদা ন্যায়পথে চালিত করিত।

৯১। আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলীদের প্রতি যে সকল বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ করেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইসরাঈলীয়দের আচরণ অতীব অন্যায় ও বিসদৃশ প্রতিপন্ন হয়।

'হত্যা করিয়াছ' না বলিয়া 'হত্যা করিয়া চলিতেছ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ইসরাঈলীয়দের পয়গম্বর-হত্যা পর্ব তখনও শেষ হয় নাই। তাহারা শেষ নবী হযরত মহম্মদ সঃ-কেও হত্যা করিবার জন্য তখনও ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা চরিত্র করিতেছিল।

৯২। ইসরাঈলীয়দের এই উক্তিটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। প্রথম তাৎপর্য—আমাদের অন্তরে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ও খাঁটি জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে। অলীক, ভিত্তিহীন বিষয়ের স্থান সেখানে নাই। আর আপনি যাহা কিছু বলেন তাহা একান্ত বাজে ও ভুয়া কথা হওয়ার কারণে আমাদের অন্তর তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

দ্বিতীয় তাৎপর্য—আমাদের অন্তর আমাদের পয়গম্বর-প্রদত্ত দিব্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ। কাজেই সেখানে এমন কোন শূন্য স্থান নাই যে, সেখানে আপনার কথা স্থান পাইতে পারে।

৯৩। শেষ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ সঃ-র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٩٠) بئسما اشتروا به انفسهم ان
يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله
من فضله على من يشاء من عباده فباؤا
بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين

বসিল। ফলে, কাফিরদের প্রতি আল্লার লা'নাত [অবধারিত][৯৫]।

৯০। নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি আল্লার নিজ [অহ্'ঈরূপ] অনুগ্রহ নাযিল করা সম্পর্কে বিদ্বেষ বশতঃ আল্লাহ যাহা কিছু নাযিল করিলেন তাহাই তাহারা অবিশ্বাস করিয়া তাহারা যে ভাবে নিজেদেরে ক্রয় করিতে চাহিয়াছে তাহা কত জঘন্য[৯৬]! অনন্তর তাহারা গযবের উপর গযব[৯৭] পাইবার যোগ্য হইল। আর কাফিরদের জন্য তো অপমান-জনক শাস্তি[৯৮] আছেই।

আবির্ভাবের পূর্বে ইসরাঈলীয়গণ এই বলিয়া প্রার্থনা করিত—"হে আল্লাহ, শেষ নবীর আবির্ভাব দ্বারা আমাদের সাহায্য করুন।"

আবার তাহারা মুশরিকদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখাইত—"শেষ নবীর আবির্ভাব হইতে দাও। তখন আমরা তাঁহার সাহায্যে তোমাদেরে শায়েস্তা করিয়া ছাড়িব।" -

৯৪। শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সঃ-র আকৃতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে তওরাৎ ইন্‌জীলে বর্ণিত বিবরণ এবং তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

৯৫। 'লা'নাত' শব্দের তাৎপর্য আখিরাতে আল্লার দয়া হইতে বঞ্চিত হওয়া।

৯৬। য়াহুদীগণ কামনা করিত যে, আল্লাহ যেন তাঁর পয়গম্বরী কেবলমাত্র ইসরাঈল বংশেই সীমাবদ্ধ রাখেন। তিনি যেন অন্য কোন বংশের লোককে পয়গম্বর না করেন। কিন্তু ইসরাঈল বংশীয় মানুষ ছাড়া অপর মানুষও তো আল্লার বান্দা; আর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অধিকারও তো আল্লার আছে। কাজেই আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পয়গম্বর করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী তিনি ইসমাঈল-বংশীয় হযরত মুহম্মদ সঃ-কে পয়গম্বরী দেন। ইহাতে য়াহুদীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরীর যথার্থতা জানিয়া বুঝিয়াও কেবলমাত্র বিদ্বেষবশতঃ তাহারা তাঁহার পয়গম্বরী অস্বীকার করিয়া বসে।

তারপর, আল্লার বান্দাগণ নেক কাজ করিয়া নিজেদেরে আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারে। কাজেই য়াহুদীদের কর্তব্য ছিল, শেষ নবী হযরত মুহম্মদ সঃ-র প্রতি যাহা নাযিল করা হইত তাহা বিশ্বাস করিয়া নিজেদেরে আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাহারা উহা না করিয়া বরং বিপরীত কার্য করিয়া বসিল।

তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলিতেছেন যে, য়াহুদীগণ নিজেদেরে আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা অতীব জঘন্য কর্মপন্থা। ঐ কর্মপন্থা দ্বারা আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

৯৭। 'গযবের উপর গযব' এর কয়েকটি তাৎপর্য এই ঃ—

প্রথম তাৎপর্য ঃ—দুই গযব। তাহাদের হিংসা বিদ্বেষের জন্য এক গযব এবং হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী অস্বীকার করার জন্য আর এক গযব।

অথবা হযরত ঈসা আঃ-র পয়গম্বরী অস্বীকার করার জন্য এক গযব এবং হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী অস্বীকার করার জন্য আর এক গযব।

দ্বিতীয় তাৎপর্য—বহু গযব, নানাপ্রকার গযব।

তৃতীয় তাৎপর্য—কঠোর গযব।

৯৮। মুমিনদেরেও শাস্তি দেওয়া হয়—কিন্তু সে শাস্তির উদ্দেশ্য অপমানিত করা নয়। সে শাস্তির উদ্দেশ্য মুমিনদেরে পাক পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা।

www.ahlehadeethbd.org

(৯১) واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين

৯১। আর তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ [নবী মুহম্মদের [দঃ] প্রতি] যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস কর' তখন তাহারা তাহাদের প্রতি [তাওরাৎ ইত্যাদি] যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছাড়া আর সব কিছু অবিশ্বাস করতঃ বলে, 'আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাই বিশ্বাস করি'—অথচ [তাহারা যাহা অবিশ্বাস করে] তাহা যথার্থ সত্য এবং তাহা তাহাদের সঙ্গে যাহা রহিয়াছে তাহার সমর্থনকারী। [হে নবী, তাহাদের] বলুন, 'তবে, বাস্তবিকই যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক তবে তোমরা পূর্বকাল হইতে আল্লার পয়গম্বরদিগকে হত্যা করিয়া আসিতেছ কেন?'[১০০]

(৯২) ولقد جاءكم موسى بالبينت ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظلمون

৯২। আর নিশ্চয় মূসা প্রকাশ্য প্রমাণাদি-সহ তোমাদের [পূর্বপুরুষদের] নিকট আসিয়া-ছিলেন। তাহার পরেও তোমরা [০০] গোবৎস [মূর্তি]কে [মা'বুদ বলিয়া] গ্রহণ করিয়াছিলে। আর তোমরা তো স্বভাবতঃ অনাচারী আছই।

(৯৩) واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما اتينكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئسما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين

৯৩। আর [হে ইসরাঈলীয় জাতি স্মরণ কর] যে সময়ে আমি তোমাদের [পূর্বপুরুষদের] নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমাদের [পূর্বপুরুষদের] উপরে পাহাড়টি এই বলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আমি তোমা-দিগকে যাহা দিয়াছি তাহা যথাশক্তি ধরিয়া থাক এবং উহা শুন [মান্য কর]। তখন তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা শুনিলাম কিন্তু অমান্য করিলাম।" আর তাহাদের [বারংবার] অবিশ্বাসের কারণে গো-বৎস [মূর্তি-প্রীতি] তাহাদের অন্তরের মধ্যে পীত করান হইয়াছিল। [হে নবী, আপনার যমানার য়াহুদীদেরে] বলুন, "তোমরা যদি ঐ প্রকারের মুমিন হইয়া থাক তাহাহইলে তোমাদের ঐ ঈমান তোমাদেরে যাহা করিতে উদ্বুদ্ধ করে তাহা অতীব জঘন্য।"

১০০। হযরত মুহম্মদ সঃ-র যমানার য়াহুদীদিগকে তাহাদের পূর্বপুরুষের দুষ্কৃতির জন্য দায়ী ঘোষণা করার কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের দুষ্কৃতিগুলি সমর্থন করিত এবং তাহারা নিজেদের প্রত্যেক কাজে ও কথায় তাহাদের পূর্ব পুরুষের অনুসরণ করিত। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

(২য় খণ্ড)

—মুহাদ্দিস আবদুর রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রথম অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত ও নিষেধাবলীর বিবরণ

১) হযরত রেফাআ বিন রাফে' (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কোন্ উপার্জন উত্তম? হযরত (দঃ) ইর্শাদ করিলেন প্রত্যেক মানুষের নিজহস্তে উপার্জন কৃত বস্তু এবং সেই সমুদয় ক্রয়-বিক্রয়—ব্যবসা যাহাতে কোনরূপ ধোকাবাজী থাকেনা।—বয্যার, হাকিম ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل اى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

২) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রসূলুল্লাহকে (দঃ) মক্কা-বিজয় দিবসে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আল্লাহ এবং তদীয় রসূল (দঃ) মাদক দ্রব্য, মৃত জন্তু শোকর এবং মূর্তি-বিক্রয় হারাম করিয়াছেন। সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ), মৃত জন্তুর চর্বি সম্বন্ধে কি বলেন, উহাতে নৌকা রং করা হয়, কাচা চর্মগুলি তৈলাক্ত (বা পাকা) করা হয় লোকে ইহাদ্বারা বাতি জ্বালাইয়া থাকে। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, না উহা হারাম (উহার ব্যবহার করা চলিবেনা)। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ য়াহুদ জাতির সর্বনাশ করুন যে, তাহাদের প্রতি মৃত জন্তুর চর্বি আল্লাহ হারাম করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা উহা গলাইয়া পরে উহা বিক্রয় করিয়া দিল এবং উহার মূল্য ভক্ষণ করিল।—বুখারী ও মুসলিম।

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يارسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لاهو حرام ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند ذالك قاتل الله اليهود ان الله تعالى حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه

হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় আর তাহাদের কাহারও নিকট প্রমাণ না থাকে তাহাহইলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণীয় হইবে অথবা উভয়েই একে অপরের নিকট হইতে ভিন্ন হইয়া যাইবে। (ক্রয় পরিত্যাগ করিয়া দিবে।)—আহমদ ও সুনন। হাকিম ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول مايقول رب السلعة او يتتاركان

৪) হযরত আবু মস্‌উদ আন্‌সারী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কুকুরের মূল্য, বারবনিতার ব্যভিচারে উপার্জিত বস্তু এবং গণকের মজুরী গ্রহণ করা নিষেধ (হারাম করিয়াছেন)। —বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, একদা তিনি একটি উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, উষ্ট্রটি এরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি উহাকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। জাবের বলেন, তখনই আমার সহিত রসূলুল্লাহর (দঃ) সাক্ষাৎ ঘটিল এবং তিনি আমার জন্য দোআ করিলেন আর উষ্ট্রকে একটি বেত্রাঘাত করিলেন এবং উঁট এরূপ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল যে, ইতিপূর্বে (কোন সময়) এইরূপ চলে নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, চল্লিশ দিহরম মূল্যে উহা আমার নিকট বিক্রয় করিবে কি? আমি বলিলাম জী, না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় বলিলেন, উহা আমার নিকট বিক্রয় কর। পরন্তু আমি এই শর্তে উহা চল্লিশ দিরহম মূল্যে বিক্রয় করিলাম যে, আমার বাড়ী পর্যন্ত উহাতে আরোহণ করিয়া যাইব। বাড়ী পৌঁছার পর ওয়াদানুসারে আমি উষ্ট্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে পৌঁছিলাম এবং তিনি আমাকে উহার মূল্য চুকাইয়া দিলেন আর আমি রওয়ানা হইয়া গেলাম। হযরত আবার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন (আমি পুনরায় তাঁহার খিদমতে হাযির হইলাম) এবং তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার উষ্ট্র ক্রয় করিয়া তোমাকে ক্ষতি করিতেছি? তুমি তোমার উষ্ট্র আর উহার মূল্য উভয়ই গ্রহণ কর, উভয়ই তোমার জন্য।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমের।

قال فلحقنى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدعى لى وضربه فسار سيرا لم يسر مثله

৬) হযরত জাবের (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে মৃত্যুর পর আযাদ হইবে বলিয়া ঘোষণা করিল কিন্তু তাহার অপর কোন সম্পদ ছিলনা (এবং সে ঋণে জর্জরিত ছিল) সুতরাং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার সেই দাসকে (আটশত দিরহমের বদলে) বিক্রি করিয়া দিলেন, (এবং তাহাকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে উপদেশ দিলেন[১])।—বুখারী ও মুসলিম।

قال اعتق رجل عبدا له عن دبر و لم يكن له مال غيره فدعا به النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فباعه

৭) রসূল-পত্নি হযরত ময়মূনা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি ইঁদুর ঘৃতে পতিত হইয়া মরিয়া গেল। রসূলুল্লাহকে(দঃ) সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইর্শাদ করিলেন, উহা ফেলিয়া দাও এবং উহার পার্শ্বস্থ অংশগুলিও ফেলিয়া দিয়া উহা (বাকীটা) খাইয়া ফেল।—বুখারী। আহমদ ও নাসায়ীতে 'সমন' শব্দের পর 'জামেদ' শব্দ বর্ধিত হইয়াছে অর্থাৎ জমাট ঘৃতে ইঁদুর পতিত হইয়াছিল।

ان جارة وقعت فى سمن فماتت فسئل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه

৮) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন তোমাদের ঘৃতের মধ্যে ইঁদুর পতিত হইলে যদি উহা জমাট থাকে তাহাহইলে উহা এবং উহার পার্শ্ববর্তী ঘৃত নিক্ষেপ কর। আর যদি উহা তরল হয় তাহাহইলে উহার নিকটবর্তীর হইও না (অর্থাৎ উহা অস্পৃশ্য হইয়া যাইবে)। —আহমদ ও আবু দাউদ। ইমাম বুখারী এবং আবু হাতিম ইহাকে অহ্‌ম[২] বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا وقعت الفارة فى السمن فان كان جامدا فالقوه وما حوله وان كان مائعا فلا تقربوه

৯) হযরত আবুয্ যুবায়র (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত জাবের (রাযিঃ)কে

১) অর্থাৎ এই হাদীসটি ময়মূনার সূত্রেই বর্ণিত হইয়াছে, আবু হুরায়রার সনদে বর্ণনায় অহ্‌ম্ হইয়াছে। কিন্তু ইমাম যুহলী এবং ইব্‌নে হিব্বান দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উভয় সূত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক মা'ময়রের সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহাতে উপরুক্ত উক্তির সমর্থন হইতেছে। ঘৃত বা এরূপ জাতীয় বস্তুতে ইঁদুর অথবা এই জাতীয় জন্তু পতিত হইলে এবং মরিয়া গেলে উক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে উহা তরল হইলে উহার পার্শ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে বরং সর্ব্বত্র উহা ছড়াইয়া পড়াই স্বাভাবিক, সেই জন্য উহা সম্পূর্ণ নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

বিড়াল ও কুকুরের মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহা হইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।—মুসলিম ও নাসায়ী। নাসায়ীর সূত্রে "কিন্তু শিকারী কুকুর" বর্দ্ধিত হইয়াছে, (অর্থাৎ শিকারী কুকুর বিক্রয় করা জায়েয হইবে)।

فقال زجر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك

الا كلب صيد

১০) জননী আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, একদা আমার নিকট বরীরা হাযির হইয়া আরয করিল যে, আমি আমার মালিকদের সহিত প্রতি বৎসর এক উকীয়া (৪০ দিরহম) প্রদান করিয়া নয় উকীয়া প্রদান করার অঙ্গীকারে স্বাধীনতার পরওয়ানা লেখাইয়া লইয়াছি। অতএব (হে জননীঃ) আমাকে সাহায্য করুন? (আয়েশা বলেন,) আমি বলিলাম, তোমার মালিক যদি রাযী হয় তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দেই কিন্তু শর্ত এই যে, তোমার মারা যাওয়ার পর তোমার উত্তরাধিকারী আমিই হইব। বরীরা তাহাদের নিকট গমন করিয়া পুনরায় হযরত আয়েশার খিদমতে হাযির হইল, রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন আয়েশার নিকট উপস্থিত ছিলেন। বরীরা বলিল, আমি তাহাদের নিকট সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছি কিন্তু তাহারা ইহাতে রাযী হয়না। ওরাসতের অধিকার তাহাদেরই থাকিবে। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহা শ্রবণ করিলেন এবং হযরত আয়েশাও সমস্ত ঘটনা তাঁহার খিদমতে আরয করিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি বরীরাকে ক্রয় করিয়া লও এবং তাহাদের শর্তকেই গ্রহণ কর (তাহাতে কিছু আসে যাবে না) বাস্তবে ওরাসতের অধিকারী মুক্তিদাতাই হইবে। আয়েশা (রাঃ) তাহাই করিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া খুৎবা প্রদান করিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর

ثم قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد

তিনি বলিলেন, সেই সমস্ত লোকের দশা কি হইবে? যাহারা (কারবারে) এরূপ শর্তাবলী আরোপ করিতে চায় যাহা আল্লাহর কিতাবে নাই। অবহিত হও! যে সমস্ত শর্ত আল্লাহর কিতাবে (আলকুরআনে) নাই তাহা বাতেল, শর্ত শতাধিকই হউক না কেন। দেখ, আল্লাহর মীমাংসাই অধিক গ্রহণযোগ্য এবং আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত শর্তই অধিক বিশ্বস্ত। অতএব (স্মরণ রাখ), যে দাস আযাদ করিবে সেই দাসের উত্তরাধিকারী হইবে।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত। মুসলিমের বর্ণনাতে রহিয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তুমি তাহাকে ক্রয় কর, আযাদ করিয়া দাও এবং তাহাদের জন্যই ওরাসতের (অলার) শর্তে রাযী হইয়া যাও।

فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ماكان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق

১১) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) উম্মে অলদ বা যে দাসীর ঔরসে সন্তান জন্ম হইয়াছে তাহাদিগকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহাদিগকে বিক্রয় করা যাইবেনা, দান করাও যাইবেনা এবং উত্তরাধিকারী সূত্রেও তাহাদিগকে লাভ করা চলিবে না। বরং মালিকের পক্ষে যতক্ষণ সম্ভব তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইবে। অতঃপর যখন সে মরিয়া যাইবে তখনই তাহারা স্বাধীন নারীরূপে পরিগণিত হইবে।—বয়হকী ও ইমাম মালেক। জনৈক রাবী এই হাদিসকে মরফু' বলিয়া অহমে পতিত হইয়াছে।

قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها مابدا له فاذا مات فهى حرة

১২) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হই- نهى رسول الله صلى الله

www.ahlehadeethbd.org

تعالى عليه وآله وسلم عن فضل الماء

য়াছে যে, রসূলুল্লাহ(দঃ) উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—মুসলিম। অপর বর্ণনাতে বর্ধিত হইয়াছে, এবং তিনি (দঃ) (সঙ্গমকারী) উষ্ট্রের প্রজনের আজুরা গ্রহণও নিষেধ করিয়াছেন।

১৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ)

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن عسب الفحل

বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রজন কার্যে নির্ধারিত নর-পশুর প্রজনের আজুরা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—বুখারী।

১৪) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) আরও

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتباعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج التى فى بطنها

রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, গর্ভবতী পশুর গর্ভ বিক্রয় করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। ইহা এক প্রকার ব্যবসা ছিল প্রাক্-ইস্‌লামিক যুগে লোকেরা এইরূপ করিত। একজন লোক প্রজন কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহার উষ্ট্রকে অপরের নিকট বিক্রয় করিত যে, উষ্ট্র গর্ভধারণ করতঃ বাচ্চা প্রসব করিলে উক্ত সাবক গর্ভধারণ করিয়া সেও প্রসব করিবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উষ্ট্র বিক্রয় করা রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

১৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته

আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আযাদ কৃত দাসের মৃত্যুর পর উত্তরাধীকার সুত্রে তাহার সম্পদে যে অধিকার লাভ হয় উহা বিক্রয় করা অথবা দান-হেবা করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম।

১৬) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক

نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

বর্ণিত হইয়াছে যে রসূলুল্লাহ (দঃ) কঙ্কর নিক্ষেপ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করা এবং প্রবঞ্চনামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন[১]।—মুসলিম।

১৭) তিনি আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন শস্য ক্রয় করে সে পরিমাপ measurement না করা পর্যন্ত উহা বিক্রয় করিবে না, (করিতে পারিবেনা)।—মুসলিম।

১৮] হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) আরও বর্ণনা

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن بيعتين فى بيعة

করিয়াছেন যে রসূলুল্লাহ [দঃ] এক বস্তুতে একই সময়ে দুই প্রকার[২] [নগদ ও বাকী] বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—আহমদ ও নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

---

১) بيع الحصاة কঙ্কর নিক্ষেপে ক্রয় বিক্রয়ের তাৎপর্য এই যে, একটি কঙ্কর ধারণ করিয়া বলা হয় যে, এই কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেই বিক্রয় অবধারিত হইয়া যাইবে। بيع الغرر ধোকা জনিত ক্রয়ের তাৎপর্য এই যে, উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রয় কৃত বস্তু নির্দিষ্ট না হওয়ায় উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা পানির মৎস্য এবং বাতাসে পক্ষী. প্রভৃতি। যেহেতু উহাতে বিক্রিত বস্তু অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট সুতরাং উহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, উভয়ের ধোকায় পতিত হওয়ার অবকাশ আছে সুতরাং শরীঅত কর্তৃক উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।—অনুবাদক।

২) بيعتين فى بيعة এর তাৎপর্য দুইটি ১মঃ বিক্রেতা বলে যে, আমার এই দ্রব্যটি তোমার নিকট নগদ এক হাজার টাকা মূল্যে এক বৎসরের জন্য অথবা দুই হাজার টাকায় বাকী বিক্রয় করিব। ২য়ঃ কোন লোক বলে যে, আমি আমার এই গোলামকে এক সহস্র টাকা মূল্যে বিক্রয় করিব যদি তোমার দাসীটিকে একশত টাকায় আমার নিকট বিক্রয় কর।

যেহেতু একই বস্তু একই সময়ে দুই মূল্যে বিক্রয় করিলে উহার মূল্য নির্ণয় হয়না সুতরাং উহাকে নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রেতা উহা গ্রহণ করিলে জায়েয হইবে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

১৯) জনাব আম্‌র বিন শুআইব স্বীয় পিতা শুআইবের নিকট হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতামহের (রাযিঃ) মারফত রেওয়ায়েত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, ঋণ প্রদান করতঃ উক্ত ঋণের উপর কোন বস্তু অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া বৈধ নহে এবং এক বিক্রয়ে দুই প্রকার শর্ত আরোপ করাও হালাল নহে[১]। কোন বস্তু ক্রয় করিয়া উহা নিজে গ্রহণ না করিয়াই উহার উপর মুনাফা গ্রহণ করা জায়েয নহে এবং যাহা তোমার নিকট বিদ্যমান নাই এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করাও বৈধ নহে।—আহমদ ও সুনন। ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইব্‌নে খুযায়মা ও ইমাম হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, ইমাম হাকিম স্বীয় "উলুমিল হাদীসে" আবু হানীফা কর্তৃক উক্ত আম্‌রের সূত্রে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) বয় এ উর্‌বান[২] হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن بيع العربان

১) 'সলফ ও বয়্‌এ' করা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, কোন লোক অপরকে ঋণ প্রদান করে এবং পরমুহূর্তে ঋণের উপর কিছু টাকা বৃদ্ধি করতঃ কোন দ্রব্য তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়, যেহেতু ঋণ প্রদান করিলে স্বভাবতঃ ঋণ গ্রহণকারী দ্রব্যের সঠিক মূল্য গ্রহণ করিবেনা, করিতে পারেনা, ইহাতে সে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সেইহেতু রসূলুল্লাহ (দঃ) এরূপ ব্যবসা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে একই বস্তু একই সময়ে নগদ এক সহস্র আর বাকী দুই সহস্র মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকারে ক্রয় বিক্রয়ও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। মালের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করা বা উহার উপর কব্জা না করা পর্যন্ত বিক্রয় করা সঙ্গত হইতে পারেনা এবং যাহা বিক্রেতার নিকট মওজুদ নাই তাহা বিক্রয়ের কোন যৌক্তিকতা নাই।—

২) بيع العربان বয়উল উরবান এর তাৎপর্য এই যে, একজন লোক একটি দাস ক্রয় করিল অথবা কোন পশু ভাড়া করিল অতঃপর দাতাকে বলিল, আমি তোমাকে এই একটি দীনার (টাকা) প্রদান করিলাম এই শর্তে যে, যদি আমি ক্রয় না করি অথবা পশু ভাড়া গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমি যাহা দিয়াছি তুমিই তাহার মালিক হইবে।

২০) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে একদা আমি বাজারে কিছু তৈল ক্রয় করিলাম, আমার ক্রয় সমাপ্ত হইলেই একজন লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং অধিক মুনাফায় উহা আমার নিকট হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহার নিকট বিক্রয় করিতে মনস্থ করিতেই জনৈক লোক পিছন হইতে আমাকে আকর্ষণ করিল, আমি সেই দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম যে, সেই লোকটি হইতেছেন হযরত যয়দ বিন ছাবেত (রাযিঃ)। তিনি আমাকে বলিলেন, উক্ত দ্রব্য তোমার বাড়ীতে না নেওয়া পর্যন্ত সেই স্থানে বিক্রয় করিও না। কারণ, রসূলুল্লাহ (দঃ) আসবাব যে স্থানে ক্রয় করা হইয়াছে সেই স্থানেই যতক্ষণ না উহা ব্যবসায়ীরা স্থানান্তরিত করে পুনরায় বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—আহমদ ও আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال ابتعت زيتا فى السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفى بذراعى فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى ان يباع السلع حيث يبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم

২১) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রসূল(দঃ), আমি নকী' নামক স্থানে উষ্ট্র দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করি কিন্তু দিরহামই গ্রহণ করি, পক্ষান্তরে (কোন সময়) দির্‌হমের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দীনার গ্রহণ করিয়া থাকি একটার পরিবর্তে

قلت يا رسول الله انى ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير آخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه واعطى هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لابأس ان تاخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينكما شيء

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপরটি গ্রহণ করি, ইহাতে কোন দোষ হবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, যদি সেই দিনের ভাও অনুসারে তুমি গ্রহণ কর তাহাহইলে তাতে কোন দোষ হইবে না যতক্ষণ না তোমরা উহা হস্তগত না করিয়া পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হও।—আহমদ ও সুনন, ইমাম হাকিম ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

২২) তিনি আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন (ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্বেও অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কোন দ্রবের মূল্য বৃদ্ধি করা রসূলুল্লাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন)।—বুখারী ও মুসলিম।

قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن النجش

২৩) হযরত জাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) মুহাকালা, মুযাবানা ও মুখাবারা হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং অনির্দিষ্ট কোন কিছু বিক্রয় করাও নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু যদি নির্দিষ্টভাবে তুমি জ্ঞাত হও, তাহা হইলে ইহা জায়েয হইবে[১]।—আহমদ ও সুনন ইবনে মাজা ব্যতীত, তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم

২৪) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) নিম্নলিখিত ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। **মুহাকালা:** শস্য ভূমিতে থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিক্রয় করা। **মুখাবারা:** শস্য এবং অন্যান্য ফলসমূহ পরিপক্ষতা লাভের পূর্বেই বিক্রয় করা। **মুলামাছা:** বিক্রেতা ক্রেতার উদ্দেশ্যে বলে যে, আমি আমার কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেছি স্পর্শ করিলেই উহা বিক্রয় হইয়া যাইবে কিন্তু একজন অপরের কাপড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেনা। **মুনাবাযা:** বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই নিজের বস্ত্র অপরের দিকে নিক্ষেপ করে কিন্তু কেহ বস্ত্র নিরীক্ষণ করে না অর্থাৎ নিক্ষেপ করিলেই বিক্রয় হইয়া যায়। **মুযাবানা:** বৃক্ষের খেজুর অথবা আঙ্গুর নির্দিষ্ট পরিমাণে শুক খেজুর অথবা কিশ্‌মিশের বিনিময়ে বিক্রয় করা (—উপরোক্ত শব্দগুলির অন্য তাৎপর্যও বর্ণিত হইয়াছে এখানে উহা উল্লেখ করার স্থানাভাব)।—বুখারী।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة

২৫) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যাহারা (বিক্রয়ের জন্য) দ্রব্যাদি আনয়ন করিতেছে তাহাদের সহিত (রাস্তায়) সাক্ষ্যাৎ করিওনা এবং শহরবাসী (মূল্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ব্যক্তি) পল্লিবাসীর পক্ষ হইতে যেন ক্রয় বিক্রয় না করে। তাউস বলেন, আমি ইব্‌নে আব্বাসকে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহার দালাল যেন না হয়।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا

২৬) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লার (দঃ) বলিয়াছেন,

---

১) المحاقلة **আল্‌মুহাকালা:** ভূমির ফসল কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা। অর্থাৎ ভূমিতে ফসল গাছেই রহিয়াছে এই অবস্থার বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

المزابنة **আল্‌মুযাবানা:** বৃক্ষের আঙ্গুর অথবা খেজুর নির্দিষ্ট পরিমাণ কিশমিশ অথবা খেজুরের দ্বারা বিক্রয় করা।

المخابرة **আল্‌মুখাবারা:** উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশের বিনিময়ে জমি ক্ষেতের জন্য প্রদান করা। (কিন্তু নির্দিষ্ট অংশ—অর্ধেক কিংবা কমবেশী নির্দিষ্টভাবে প্রদান করিলে ইহাও জায়েয।)

الثنيا কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহার মধ্য হইতে কিছু পরিমাণ আলাদা করিয়া নেওয়া কিন্তু ইহার পরিমাণ নির্দিষ্ট ও পরিজ্ঞাত হইলে ইহাও জায়েয হইবে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاتلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار

তোমরা শহরের দিকে আনিত দ্রব্যের সহিত (রাস্তায়) দেখা করিওনা। যাহারা বিক্রয় কেন্দ্রে পৌছার পূর্বেই উহার মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছে অতঃপর মালিক বাজারে পৌছিলে সেই দ্রব্যের প্রতি তাহার এখতিয়ার থাকিবে (ইচ্ছা করিলে সে উক্ত ক্রয় বাতিল করিতে পারিবে)। —মুসলিম।

২৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) শহরবাসী কর্তৃক পল্লীবাসীর দ্রব্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন তোমরা পারস্পরিক ভাও বৃদ্ধি করিওনা। কোন মানুষ তাহার অপর ভ্রাতার বিক্রির উপর যেন বিক্রয় করে না কোন ব্যক্তি অপর ভ্রাতার বিবাহের পয়গাম দেওয়া সত্তেও যেন বিবাহের পয়গাম প্রদান করে না এবং কোন স্ত্রীলোক (বিহাহকালে) অপর ভগ্নির স্বার্থ নিজে ভোগ করার জন্য তাহার তালাক প্রদানের শর্ত যেন আরোপ না করে[১]। —বুখারী ও মুসলিম।

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما فى انائها

২৮) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি মাতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটাইবে প্রলয়দিবসে আল্লাহ তাহার আর তাহার প্রিয়জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেন। আহ্‌মদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন (গ্রন্থকার বলেন,) কিন্তু ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে এবং ইহার একটি শাহেদও রহিয়াছে!

قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

২৯) হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দুইজন গোলাম বিক্রয় করিতে নির্দেশ দিলেন যাহারা পরস্পরে সহোদর ভ্রাতা ছিল, আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিয়া রসূলুল্লাহকে (দঃ) সংবাদটি জানাইলাম। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে ফেরৎ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেন, ইহাদের একত্রিত ভাবেই বিক্রয় করিও—ভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিও না।—আহমদ, ইহার সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত এবং ইব্‌নে খুযায়মা, ইব্‌নে জারূদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম, তবরাণী ও ইব্‌নুল কাত্তান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال امرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا

৩০) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রসূলুল্লাহর (দঃ) সময় মদীনায় শস্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া গেলে লোকেরা হযরতের খিদমতে আগমন করতঃ আরয করিল যে, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! শস্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে আপনি উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিন। রসূলুল্লাহ

فقال الناس يارسول الله غلا السعر فسعرلنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله هو المسعر القابض

১) "ক্রয়ের উপর ক্রয় ইহার তাৎপর্য এই যে, দুইজন লোকের মধ্যে কোন দ্রব্যের বিক্রয় সংঘটিত হইয়াছে কিন্তু উভয়ের এখ্‌তিয়ার রহিয়াছে। ইত্যবসরে অপর লোক ক্রেতাকে প্ররোচনা দিয়া বলে যে এই বিক্রয়কে তুমি বাতিল করিয়া দাও, আমি তোমার নিকট এইরূপ বস্তু আরও অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছি অথবা ইহার চাইতে উত্তম দ্রব্য এই মূল্যেই প্রদান করিতেছি। ইহাতে একজন মুসলানের ক্ষতি সাধন করা হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু ইহাতে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ফসাদ সৃষ্টি হইবে। সুতরাং শরীয়তে ইহাকে সর্বত্র নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) ইর্শাদ করিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহই এই মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সঙ্কীর্ণতা ও প্রাচুর্য দান-

الباسط الرازق وانى لارجو
ان القى الله تعالى وليس
احد منكم يطلبنى بمظلمة
فى دم ولا مال

কারী এবং আহারদাতা। আমি আশা করি যে, আল্লাহর নিকট এই অবস্থায় গমন করি যেন তোমাদের কেহ আমার উপর স্বীয় রক্ত ও সম্পদে কোনরূপ যুল্মের ফরিয়াদ করিতে না পারে!—সুনন, নাসায়ী ব্যতীত, ইবনে হিব্বান ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

৩১) হযরত আ'মর বিন আবদুল্লাহর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ভ্রান্ত লোক

عن رسول الله صلى الله
تعالى عليه وآله وسلم
قال لايحتكر الا خاطى

ব্যতীত কেহই (মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) মাল গুদামজাত করিয়া (আবদ্ধ) রাখেনা, রাখিতে পারেনা।---মুসলিম।

৩২) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সাবধান! তোমরা উট ও ছাগলের দুগ্ধ আবদ্ধ রাখিয়া পালান (উলান)কে ফুলাইওনা। এইরূপ করার পর যদি

عن النبى صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم قال
لاتصروا الابل والغنم
فمن ابتاعها بعد ذلك
فهو بخير النظرين بعد
ان يحلبها ان شاء امسكها
وان شاء ردها وصاعا من
تمر

কেহ উহা ক্রয় করে সে উহাকে দোহন করার পর দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিতে পারিবে, ১মঃ উক্ত পশুই গ্রহণ করিয়া থাকিবে, ২য়ঃ উহা মালেককে ফিরাইয়া দিবে আর উহার সহিত এক ছা' (দুই সের এগার ছটাক) পরিমাণ খেজুর প্রদান করিবে[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

মুসলিমের বর্ণানতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএব ক্রেতা তিন দিবস فهو بالخيار ثلثة ايام পর্যন্ত (উহা প্রত্যাবর্তন করার) অধিকারী হইবে। অপর সূত্রে ইমাম বুখারী মুআল্লকসূত্রে বর্ণানা করিয়াছে ورد معها صاعا من طعام لاسمراء গম ছাড়া' অন্যান্য খাদ্যের একছা' প্রদান করিবে। ইমাম বুখারী বলেন, খেজুরের বর্ণনাই অধিক।

৩৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যেব্যক্তি قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا এরূপ কোন ছাগী ক্রয় করে যাহার স্তনে দুগ্ধ আবদ্ধ করিয়া ফুলাইয়া রাখা হইয়াছে এবং উহা ফেরৎ দিতে ইচ্ছা করে তাহাহইলে উহার সহিত এক ছা' (খেজুর) প্রদান করিবে।—বুখারী। ইসমাঈলী স্বীয় বর্ণনাতে (মিন তমরিন্) খেজুর শব্দটি বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

---

১) সাধারণতঃ লোকে দুগ্ধবতী উট অথবা বক্রী, প্রভৃতি বিক্রয় করিবার সময় বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করিতে দেয় না যাহাতে পালানে দুগ্ধ জমা হইয়া পালান ফুলিয়া উঠে এবং ক্রেতারা উহা অধিক মূল্যে ক্রয় করে। ইহাতে বিক্রেতার প্রবঞ্চনা মূলক মনবৃত্তির যে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে ক্রেতার ধোকায় পড়া স্বাভাবিক। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ক্রেতাকে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত পশু দোহন করার পর তিন দিন পর্যন্ত সে হয় উহা চিরতরে গ্রহণ করিবে না হয় উহা উক্ত সময়ের মধ্যেই ফেরৎ দিবে এবং দুগ্ধের পরিবর্তে এক ছা' খেজুর মালেককে প্রদান করিবে। এই হাদীস বিশুদ্ধ এবং নির্দিষ্ট মছআলা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে অতএব কল্পনা প্রসূত তা'বীল এবং ফকীহানা বিতর্কের দ্বারা উহাকে অস্বীকার করা সুন্নতাভিলাসীদের পক্ষে উচিত নহে। আবদুল্লাহ বিন মছউদ কর্তৃকও এইরূপ একটি মওকুফ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ফেরৎ প্রদানের সময় এই মধ্যবর্তী সময়ের দুগ্ধের মূল্য লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটিতে পারে উহা দূর করণার্থে রসুলুল্লাহ উহার বদলা স্বরূপ এক ছা' দূরীভূত খেজুর নির্ধারিত করিয়াদিয়াছেন।—আহলুর্রায় কর্তৃক এই বিশুদ্ধ হাদীসটি অস্বীকৃত হইয়াছে। فافهم (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

সিজ্‌দার তাৎপর্য

(আলোচনা)

—শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি-এল বি-টি

[اسجدوا لآدم এর তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবলমাত্র ইমাম রাযীই এই মত পোষণ করেন যে, হজরত আদমই (আঃ) সেজদার পাত্র ছিলেন। অন্যান্য সব তফসীরকারগণের মতে উক্ত সেজদার পাত্র ছিলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ইসলামের বিধান অনুসারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও সেজদা করা যাইতে পারে না। বিধায়, সব তফসীরকারগণই উহার প্রকৃত তাৎপর্য নির্দ্ধারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

কুরআনের ভাষ্যে আমরা সেজদার যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলাম রংপুর নিবাসী জনৈক মওলানা সাহেব উহার একটি সমালোচনা পাঠাইয়াছেন। ভাষাগত ত্রুটির জন্য আমরা উহা প্রকাশ করি নাই। তাঁহার আলোচ্য বিষয় সামনে রাখিয়া বক্ষমাণ প্রবন্ধে আমরা সেজদার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিলাম।]

তফসীরকারগণ اسجدوا لآدم র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রধানতঃ اسجدوا র অর্থ ও তাৎপর্যকে এবং لآدم র لام র অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের এই মতানৈক্যের উদ্ভব হইয়াছে।

اسجدوا لآدم প্রসঙ্গে سجده সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে যে, এখানে سجده র ভাষাগত অর্থ গ্রহণ করা হইবে অথবা শরী'আতগত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তারপর ভাষাগত অর্থ গ্রহণ করা হইলে আবার প্রশ্ন উঠে যে, ভাষাগত অর্থটি হুবহু গ্রহণ করা হইবে অথবা তাহার ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে, اسجدوا র অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি মত গড়িয়া উঠে। (১) ভাষাগত অর্থ গ্রহণ, (২) ভাষাগত অর্থের ভাব গ্রহণ ও (৩) শরী'আতগত অর্থ গ্রহণ।

সিজদার ভাষাগত অর্থ مجمع البحار গ্রন্থে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

كان كسرى يسجد للطالع اى يتطامن وينحنى......يعنى انه كان يسلم لراميه' الازهرى معناه انه كان يخفض رأسه اذا شخص سهمه وارتفع عن الرمية ليتقوم السهم فيصيب الدارة

তরজমা : ''كان كسرى يسجد للطالع র অর্থ পারস্য সম্রাট طالع র উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইতেন ও কোমর বাঁকা করিতেন...অর্থাৎ তিনি طالع তীর নিক্ষেপকারীকে সালাম করিতেন।

আল্‌-আযহারীর মতে উহার অর্থ এই যে, পারস্য সম্রাটের তীরটি যাহাতে সঠিকভাবে ধনুকে স্থাপিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন তীরটি নিশানা করিতেন তখন তিনি তাঁহার মাথা নীচু করিতেন।''

এই উধৃতি হইতে জানা যায় যে, سجده র 'ভাষাগত অর্থ' 'মাথা নোয়ান' বা 'কোমর বাঁকান' আর সিজদার ভাবার্থ সালাম করা।' সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য 'আল্‌-কামূস' অভিধান গ্রন্থে سجد সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

سجد خضع والتصب ضد...... عين ساجدة فاترة ونخلة ساجدة امالها حملها وقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا اى ركعا

অর্থাৎ ساجده শব্দটি 'নোয়াইল' এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইল' এই দুইটি পরস্পর—বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফোয়ারা ساجده র অর্থ নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা। খেজুর গাছ سجد র অর্থ যে খেজুর গাছকে তাহার ফলভার অবনত করিয়াছে। আর আল্লার কালাম, 'তোমরা দরজায় প্রবেশ কর سجده অবস্থায় অর্থাৎ কোমর বাঁকাইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া।

জিসানুল আরাব নামক আর একটি বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

www.ahlehadeethbd.org

Contents

يقال سجدت البعير اذا خفضت رأسها لتركب، وعين ساجدة اذا كانت فاترة، ونخلة ساجدة اذا امالها حملها، وكل من ذل وخضع لما امر به فقد سجد

অর্থাৎ উটের উপরে যাহাতে আরোহণ করা যাইতে পারে এই জন্য উট যখন মাথা নীচু করে তখন বলা হয় 'উট سجدت' যখন উৎস নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে তখন বলা হয় 'উৎস ساجدة'—যখন খেজুর গাছকে তাহার ফলভার অবনত করে তখন বলা হয় 'খেজুর গাছ ساجدة'—আর কাহাকেও কোন আদেশ করা হইলে সে যদি ঐ আদেশের প্রতি মাথা নত করে তবে বলা হয় সে سجد সাজাদা।

আল্-কামুসের উক্তি হইতে জানা যায় যে, سجده র মূল অর্থ মাথা নত করা'। 'মাটিতে কপাল ঠেকান' ইহার মূল অর্থ নয়।

লিসানুল্ 'আরাবের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সিজদার ভাষাগত অর্থ 'মাথা নত করা' এবং 'বশ্যতা স্বীকার করা' উভয়ই। এই অর্থ দুইটির প্রথমটিকে سجده র মূল অর্থ এবং দ্বিতীয়টিকে سجده র ভাবার্থ বলা অসঙ্গত হয় না।

তারপর سجده র তৃতীয় অর্থ হইতেছে শারী-'আতগত অর্থ। এ সম্বন্ধে ইমাম বাইযাবী বলেন:

وفى الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة

তরজমা: "ইবাদতের উদ্দেশ্যে [মাটিতে] কপাল রাখাকে শরী'আতে سجده বলা হয়।"

কিন্তু ইমাম রাযী বলেন:

انه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الارض

তরজমা: 'শরী'আতের পরিভাষায় سجده বলিতে মাটির উপরে কপাল রাখা বুঝায়।"

ইমাম রাযীর মতে—শারী'আতের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত سجده র অর্থে ইবাদতউদ্দেশ্য থাকা বা না থাকার কোন প্রশ্নই উঠেনা। মাটিতে কপাল ঠেকিলেই তাহাকে ইসলামে سجده বলা হইবে। কিন্তু ইবাদত-উদ্দেশ্য বর্তমান না থাকিলে তাহা শরী'আত মতে সিজদা হইবে না।

ইমাম রাযী তাঁহার দাবী প্রমাণ করিতে গিয়া বলেন,

فان قيل السجود عبادة والعبادة لغير الله لاتجوز، قلنا لانسلم انه عبادة، بيانه ان الفعل قد يصير بالمواضعة مفيدا كالقول، يبين ذلك ان قيام احدنا للغير يفيد من الاعظام مايفيده القول وما ذلك الا للعادة، واذا ثبت ذلك لم يمتنع ان يكون فى بعض الاوقات سقوط الانسان على الارض والصاقه الجبين بها مفيدا ضربا من التعظيم وان لم يكن ذلك عبادة، واذا كان كذلك لم يمتنع ان يتعبد الله الملائكة بذلك اظهارا لرفعته وكرامته

"যদি আপত্তি উঠে যে سجده তো এক প্রকার 'ইবাদত' আর আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও ইবাদত জাইয নয় তবে আমরা উত্তরে বলিব, "আমরা মানি না যে, سجده এক প্রকার 'ইবাদত' ইহার বিবরণ এই যে, কোন একটি কাজ প্রচলনের দ্বারা কথা বলার কাজ সমাধা হইয়া যায়। যথা, কোন সম্মানজনক বাক্য বলিয়া যেমন অপরের সম্মান প্রকাশ করা হয়, অপরের উদ্দেশ্যে আমাদের দাঁড়ান দ্বারাও সেইরূপ সম্মান প্রকাশ হইয়া থাকে। আর ইহা কেবলমাত্র عادت বা রীতির কারণেই হইয়া থাকে। যখন ইহা প্রমাণিত হইল তখন বলিব যে, মাটির উপরে মানুষের পতন ও মাটির উপরে তাহার ললাট স্থাপন কোন কোন ক্ষেত্রে 'ইবাদত না হইয়াও উহা দ্বারা এক প্রকার সম্মান প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। আর যখন ইহা প্রমাণ হইল তখন ইহাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ আদমের মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশের জন্য ঐ কাজের আদেশ দিয়াছিলেন।

ইমাম রাযীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, তিনি স্বীকার করেন যে, কোন কোন ইমামের মতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শরী'আতের পরিভাষায় سجده এক প্রকার ইবাদত। লিসানুল 'আরব গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

وقوله تعالى واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم' قال ابواسحق السجود عبادة لله

অর্থাৎ আবূ ইসহাক বলেন, সিজদা আল্লার এক প্রকার 'ইবাদত' ইমাম রাযী ঐ মত খণ্ডনের জন্য যে উক্তি করিয়াছেন এবং যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ হিসাবে অসম্পূর্ণ। তাঁহার যুক্তির সারমর্ম এই ঃ— কোনও কাজের তাৎপর্য ও গুণাগুণ উহার প্রচলন ও রীতি দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে—কাজেই মাটিতে কপাল ঠেকান কাজটির তাৎপর্য উহার প্রচলন ও রীতি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে।" তারপর তিনি দাবী করেন, "মাটিতে কপাল রাখার তাৎপর্য যে এক প্রকার সম্মান প্রকাশ, ইহা রীতি দ্বারা সাব্যস্ত হয়।" কিন্তু তাঁহার এই দাবীর সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ এখানে দেন নাই। বরং ইহার কয়েক লাইন পূর্বে এই মর্মে তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই ঃ—

وعن صهيب ان معاذا لما قدم من اليمن سجد للنبى صلى الله عليه وسلم فقال يامعاذ ماهذا ؟ قال ان اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها' قلت ماهذا ؟ قالوا تحية الانبياء فقال عليه الصلوة والسلام كذبوا على انبيائهم

"সুহাইব কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, সাহাবী মু'আয রাঃ যখন য়ামান হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি নবী সঃ কে সিজদা করিলেন। নবী সঃ বলিলেন, 'হে মু'আয, ইহা আবার কী?" তিনি বলিলেন, ঃ য়াহুদীগণ তো তাহাদের প্রধানদেরে এবং তাহাদের আলিমদেরে সিজদা করিয়াই থাকে। আর আমি য়ামান দেশে খৃষ্টানদেরে দেখিলাম যে, তাহারা তাহাদের ধর্ম যাজকদেরে ও সম্ভ্রান্ত লোকদেরে সিজদা করিয়া থাকে। আমি তাহাদেররে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উহা আবার কী? তাহাতে তাহারা বলে, 'ইহা নবীদের সালামের রীতি।' এই কথা শুনিয়া নবী করীম সঃ বলিলেন, তাহারা তাহাদের নবীদের সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি করিয়াছে।"

ইমাম রাযীর এই উধৃতি তাঁহারই মতের বিরুদ্ধে যায় অর্থাৎ সিজদা যোগে সালামের রীতি পূর্ববর্তী নবীদের রীতি ছিল বলিয়া যে দাবী করা হয় তাহা নবী করীম সঃ স্বয়ং মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইমাম রাযী দাবী করেন যে, ফিরিশতাদের মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া আদমকে সিজদা করতঃ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকম করা অসঙ্গত ছিলনা, কারণ পূর্বকালের রীতি অনুসারে মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সিজদা করা সম্মান প্রদর্শনের একটি রূপ ছিল—কিন্তু নবী করীম সঃ বলেন, পূর্বকালের শরী'আতে সিজদা সম্মান প্রদর্শনের একটি রূপ ছিল না। কাজেই ইমাম রাযীর দাবী সঙ্গত প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ রীতি ও প্রচলনের কারণে মূল অর্থটি যে অর্থে পরিণত হয় সেই অর্থকে معنى عرفى বলা হয়। আর শরী'আত উহাকে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে সেই অর্থকে معنى شرعى বলা হয়। ইমাম রাযী سجده র معنى شرعى আলোচনা করিতে গিয়া যুক্তি দিয়াছেন معنى عرفى র। কাজেই তাঁর এ যুক্তি যথাযোগ্য হয় নাই।

তৃতীয়তঃ শরী'আতের আলোচ্য বিষয়ই হইতেছে কোন কাজ সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হওয়া হিসাবে সেই কাজের আলোচনা করা। সওয়াব ও আযাবের বিধান দেওয়াই হইতেছে শরী'আতের মূল লক্ষ্য। সওয়াব বা আযাব হইতে বিচ্ছিন্ন কোন বিধান শরী'আতী বিধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কোন্ প্রকার সিজদা সওয়াবের যোগ্য এবং কোন্ প্রকার সিজদা আযাবের যোগ্য তাহার বিধান একমাত্র শরী'আতই দিতে পারে। কাজেই শরী'আতী সিজদার মধ্যে "ইবাদত" উদ্দেশ্য থাকা অবধারিত।

চতুর্থঃ ইহা ইসলামের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেও সিজদা করা হারাম। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শরী'আতগত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সিজদার সহিত ইবাদত উদ্দেশ্য বিজড়িত থাকে।

পঞ্চমতঃ ইমাম রাযীর উক্তিমত মাটিতে কপাল ঠেকানই যদি শরী'আত গত সিজদা হয় তবে আদমকে সম্মান প্রদর্শন সিজদার একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে অবধারিত হয় না। কারণ ঐ সিজদার উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, ফিরিশতাদের অমূলক ধারণার জন্য তাহাদের তওবা রূপে তাহাদিগকে اسجدوا لادم বলিয়া আদমের সামনে নাক-খৎ দিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছিল।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, কুরআন মজীদ যে আরববাসীদের ভাষায় অবতীর্ণ হয় সেই আরববাসীদের তৎকালীন প্রচলিত ভাষা দৃষ্টে উহার ব্যাখ্যা করাই যুক্তিসঙ্গত। কুরআন নাযিল হইবার কালে আরববাসী যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিত সেই অর্থের বিপক্ষে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে প্রচলিত অর্থটিই গ্রহণ করিতে হইত। এই দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কুরআন নাযিল হইবার যুগে সিজদা শব্দটি এই কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হইত—

ভাষা হিসাবে

(ক) শুধু মাথা হেট করা,

(খ) শুধু কোমর সম্মুখে বাঁকা করা,

(গ) কোমর বাঁকা করার সঙ্গে সঙ্গে মাথাও নীচু করা,

(ঘ) কাহার বশ্যতা স্বীকার করা এবং

শরী'আত হিসাবে—(ঙ) ইবাদত উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল ঠেকান।

সম্মান প্রদর্শনার্থ অথবা শাস্তিস্বরূপ নাক-খৎ দিবার উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল ঠেকান আরবদের জানা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই ঐ দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন হয় না। বলা বাহুল্য আরবের মুশরিকগণও মাটিতে কপাল রাখাকে সিজদা এবং ইবাদত বলিয়াই জানিত।

কাজেই প্রমাণিত হইল যে, সিজদা শার্'ঈ অর্থে ইবাদত উদ্দেশ্য সহ মাটিতে ললাট স্থাপনকেই বুঝায়।

তারপর لادم র لام সম্বন্ধে আলোচনা এইরূপ:

لادم র لام টি حرف جار কাজেই দেখিতে হইবে যে, لام যখন حرف جار হয় তখন উহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ঐ সকল অর্থের কোন্ কোন্টি لادم র لام সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য অভিধানগ্রন্থ 'আল্-কামুসের' মধ্যে গ্রন্থকার উদাহরণসহ দেখাইয়াছেন যে, لام যখন حرف جار হয় তখন উহা আরবী ভাষায় অবস্থা বিশেষে ২২টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তারপর ঐ ২২টি অর্থের মধ্যে ১২টি অর্থে উহার ব্যবহার কুরআন মজীদে পাওয়া যায় বলিয়া ইমাম সুয়ুতী তাঁহার 'আল্-ইৎকান' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ১২টি অর্থের প্রত্যেকটির সমর্থনে তিনি কুরআন মজীদের আয়াত উধৃত করিয়াছেন।

ইমাম সুয়ুতী বর্ণিত অর্থগুলি এই:—

১। الاستحقاق = 'প্রাপ্য হওয়া', 'হকদার হওয়া'। এই অর্থের সমর্থনে ইমাম সুয়ুতী যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, যে جملة اسمية র মধ্যে مبتدا ও خبر উভয়ই اسم হয় কেবলমাত্র সেই প্রকার বাক্যের মধ্যেই لام র এই অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। যথা 'ويل للمصلين' 'لهم جنت' 'لله الامر' الحمد لله ইত্যাদি। কাজেই لادم র اسجدوا লাম সম্বন্ধে এই অর্থ প্রযোজ্য হয় না।

২। التعليل = 'কারণ বর্ণনা করা।'

৩। الى = 'দিকে'—এই অর্থে।

৪—৮। على = 'উপরে', في = 'মধ্যে', عند = 'নিকটে', بعد = 'পরে' ও عن = 'সম্বন্ধে'—এই সকল অর্থে। এই অর্থগুলির কোনটিও এখানে গ্রহণ করা যাইতে পারেনা।

৯। التبليغ = 'পৌঁছান',—এই অর্থে। 'اذن' 'قول' এবং ঐ প্রকার অর্থবাচক ক্রিয়ার পরে এই অর্থে لام ব্যবহৃত হয়। যথা, قلت له র মধ্যে له র لام টি। এ অর্থও এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

১০। الصيرورة = 'পরিণত হওয়া' অর্থে। ইহাকেই لام العاقبة বলা হয়। এই প্রকার لام টি

www.ahlehadeethbd.org

فعل র প্রথমে যুক্ত হইয়া থাকে। কাজেই এখানে এই অর্থ গ্রহণও অসম্ভব।

১১। تاكيد = তাকীদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত لام রূপে। এখানে ইহা অতিরিক্ত নহে।

১২। التبيين للفاعل او المفعول = 'কর্তা অথবা কর্ম প্রকাশার্থ' এই لام ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই অর্থগুলি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, اسجدوا لادم র لام সম্বন্ধে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দ্বাদশ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাজেই لادم র যে তিনটি অর্থ হইতে পারে তাহা এই ঃ

(ক) আমাদের কারণে অর্থাৎ মাটির তৈয়ারী আদমকে আল্লাহ তা'আলা যে এত গুণের অধিকারী করিতে পারেন তাহা উপলব্ধি করিয়া।

(খ) আদমের দিকে অর্থাৎ আদমকে কিবলা করিয়া।

(গ) আদমকে লক্ষ্য করিয়া।

প্রথম দুইটি অর্থ গ্রহণ করিলে সিজদা পাইবার পাত্র হন আল্লাহ তা'আলা এবং তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে সিজদার পাত্র হন আদম আঃ।

এখন اسجدوا র বিভিন্ন অর্থ ও لام র বিভিন্ন অর্থ ধরিয়া اسجدوا لادم র যে সকল তরজমা সম্ভব হইতে পারে তাহা এই ঃ—

১। তোমরা আদমের সামনে মাথা নত কর বা কোমর বাঁকা করিয়া ঝুঁক।

২। তোমরা আদমকে সালাম কর বা তাহার বশীভূত হও।

৩। তোমরা আদমকে কিবলা করিয়া (আল্লাহকে) সিজদা কর।

৪। তোমরা আদমের কারণে ও আদমের গুণপনা উপলব্ধি করিয়া তাহার খালিককে সিজদা কর।

৫। তোমরা আদমকে সিজদা কর।

এই পাঁচটি তরজমার মধ্যে প্রথম চারিটির বিরুদ্ধে শরী'আতের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু পঞ্চম অর্থ গ্রহণে শরী'আতের পক্ষ হইতে ঘোর আপত্তি উঠে। প্রধান আপত্তি এই যে, ইসলামের বিধানে আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেও সিজদা করা হারাম। কাজেই আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের যে سجده র হুকম দিয়াছিলেন সেই সিজদার পাত্র যদি আদমকে ধরা হয় তবে সে সিজদা কিছুতেই ইসলামী সিজদা হইতে পারে না। কারণ ঐ সিজদাকে যদি ইসলামী সিজদা ধরা হয় তবে ফল দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তাআলা হারাম কাজ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন। معاذ الله

কাজেই আদমকে সিজদার পাত্র ধরা হইলে সেই সিজদা ইসলামী ও শরঈ سجده হইবে না। উহা হইবে ভাষাগত সিজদা।

লিসানুল্-'আরাব গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

قوله تعالى واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم

قال ابو اسحق السجود عبادة لله لاعبادة لادم

لان الله عزوجل انما خلق مايعقل لعبادته

অর্থাৎ ابو اسحق اسجدوا لادم সম্বন্ধে বলেন, "সিজদা করা আল্লারই 'ইবাদতবিশেষ—আর আদম কোন 'ইবাদত পাইবার হকদার নন। কাজেই আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা হইতে পারে না। কারণ পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ একমাত্র নিজেরই 'ইবাদতের জন্য বিবেকসম্পন্ন জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

মুফাস্সিরদের অভিমত—অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত এই যে, ফিরিশতাদেরে মাটিতে কপাল লাগাইয়া আদমকে সিজদা করিতে বলা হয় নাই। তাঁহাদিগকে আদমের সামনে মাথা নত করিবার হুকম দেওয়া হইয়াছিল অথবা আদমকে উপলক্ষ্য করিয়া আল্লাহকে সিজদা করিবার হুকম দেওয়া হইয়াছিল। কারণ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে সিজদার সাথে ইবাদত বিজড়িত থাকে। একমাত্র ইমাম রাযী বলেন যে, আদমকে সম্মান দেখাইবার উদ্দেশ্যে আদমকে সিজদা করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরে হুকম করিয়াছিলেন। ইমাম রাযী এ সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পূর্বে বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাকীটুকু এখন বলিতেছি।

ইমাম রাযী اسجدوا لادم। সম্পর্কে তিনটি মাত্র মতের উল্লেখ করতঃ যে মতটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন তাঁহার সেই নিজস্ব মতটির অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া ঐ মতটির অসারতা প্রমাণ করা হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যা ছাড়া আর যে দুইটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা দুইটিকে দুর্বল অভিমত বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা দুইটি এই—(১) সিজদার ভাষাগত ভাবার্থ গ্রহণ করতঃ ব্যাখ্যা অর্থাৎ আদমের বশীভূত হওয়ার ও আদমের বশ্যতা স্বীকার করিবার হুকম ফিরিশতাদেরে দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম রাযী এই ব্যাখ্যাকে দুর্বল বলিয়া বিদায় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ ব্যাখ্যার দুর্বলতা সম্পর্কে কোন যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই।

(২) সিজদার শরী'আতগত অর্থ গ্রহণ করতঃ আল্লাহকে সিজদার পাত্র এবং আদমকে সিজদার কিবলা ধরিয়া ব্যাখ্যা করা। ইমাম রাযী এই মতটিকেও দুর্বল মত বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, لام র অর্থ 'কারণ' ধরিয়া যে ব্যাখ্যা করা হয় ইমাম রাযী এখানে তাহার উল্লেখ মোটেই করেন নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি لام এর 'কিবলা' অর্থ প্রসঙ্গে اقم الصلوة لدلوك الشمس- উল্লেখ করা সত্বেও لدلوك এর لام টির 'কারণ' অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যাটি বলেন নাই। অথচ সূরা য়ুছুফে الـه سجدا خروا র তফসীরে لام র 'কারণ' অর্থটির কথা তিনি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করতঃ সেখানে 'কারণ' অর্থটিই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে لام র কারণ অর্থ সম্পর্কে ইমাম রাযী একেবারে খামুশ।

ইতিপূর্বে لام র যে অর্থগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, لادم র لام র 'কারণ' অর্থটিই গুরুত্ব হিসাবে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অথচ ইমাম রাযী এখানে ঐ অর্থটিই বলেন নাই।

اسجدوا لادم। র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন তফসীরকার الـه سجدا خروا কে নযীর হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কজেই الـه سجدا خروا সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

الـه سجدا خروا র তরজমা "তাহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে বা তাঁহার কারণে সিজদাকারী অবস্থায় পতিত হইল।" এই আয়াতের তফসীরে ইন্‌শা আল্লাহ এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। তবে اسجدوا لادم র সহিত ইহার যে সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়াস কোন কোন তফসীরকার পাইয়াছেন কেবলমাত্র তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

প্রশ্ন উঠে, "কাহারা সিজদাকারী অবস্থায় পতিত হইল?" "তাহারা কাহাকে সিজদা করিল?" প্রথম প্রশ্নের উত্তর দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম উত্তর— য়ুসুফ আঃ-র পিতামাতা ও তাঁহার এগারো ভাই মোট তেরো জন সিজদাকারী অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় উত্তর—য়ুসুফ আঃ-র কেবলমাত্র এগারো ভাই সিজদায় পতিত হইয়াছিল।

'তাহারা কাহাকে সিজদা করিয়াছিল?' এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে لـه র ه সর্বনাম সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

সর্বনাম পদের ব্যবহার সম্পর্কে আরবী ভাষার সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান নিয়ম এই যে, সর্বনাম পদ দ্বারা তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদটিই বুঝায়। এই নিয়ম অনুসারে لـه র ه সর্বনাম দ্বারা অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্যপদ العرش কে বুঝাইবে। তখন এই অর্থ হইবে যে, তাহারা য়ুসুফের সিংহাসনকে সিজদা করিয়াছিল অথবা য়ুসুফের সিংহাসনকে কিবলা করিয়া সিজদা করিয়াছিল। কিন্তু পূর্বাপর বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, সিংহাসনের গুরুত্ব প্রকাশ এখানে উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই এই সম্পর্কে আরবী ভাষার দ্বিতীয় নিয়ম এখানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দ্বিতীয় নিয়মটি এই—যে স্থলে সর্বনাম পদের পূর্বে কোন বিশেষ্য পদ মোটেই উল্লেখ করা না হয় অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদটির পরিবর্তে উহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবহার অর্থের দিক দিয়া সঙ্গত না হয় সে সম্বন্ধে আরবী ভাষাবিদদের মত এই যে, শ্রোতা ও পাঠকের বিবেক-বুদ্ধিই বিশেষ্য পদটি নির্ধারিত করিতে সক্ষম বলিয়া তাহাদের বিবেকবুদ্ধির উপর নির্ভর করতঃ বিশেষ্য পদটি মোটেই উল্লেখ করা হয় নাই। এই নিয়ম এখানে প্রয়োগ করিতে গিয়া ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, على العرش পর্যন্ত একটি ভাব সমাপ্ত হইল এবং وخروا হইতে অপর একটি ভাবের অবতারণা করা হইল। কাজেই له সর্বনাম পদটির কোন সম্পর্ক পূর্ববর্তী কোনও বিশেষ্যপদের সহিত নাই। তখন পূর্বাপর অর্থ এইরূপ হইবে—যূসুফ আঃ তাঁহার পিতামাতা ও ভাইদের মিশর প্রবেশে স্বাগতম জানাইবার পরে, পিতামাতাকে নিজ সিংহাসনের উপরে বসাইয়া সম্মানিত করিলেন এবং আল্লার শুক্‌র প্রকাশার্থ যূসুফ আঃ স্বয়ং এবং তাঁহার পিতামাতা, ভাই-ভাতিজা সকলেই সিজদায় পতিত হইলেন।

কিন্তু এক দল তফসীরকার বলেন, এখানে সর্বনাম পদটি যূসুফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহাহারা বলেন, رفع র মধ্যে যে সর্বনাম পদটি উহ্য রহিয়াছে তাহা এবং ابويه র ه সর্বনাম পদটি যূসুফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই له র ه ও যূসুফের পরিবর্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রত্যাখ্যান-যোগ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। কারণ, অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্যপদকে ডিঙ্গাইয়া দূরবর্তী বিশেষ্যপদের পরিবর্তে সর্বনাম পদের ব্যবহার ভাষা হিসাবে একটি গুরুতর দোষ বলিয়া আরবী ভাষাবিদগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন এবং তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম এই প্রকার দোষ হইতে সর্বতঃ মুক্ত।

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, পূর্বাপর ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করতঃ له র ه সর্বনাম পদটিকে যুসুফের পরিবর্তে ধরা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন, যুসুফ আঃ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন رايتهم لى ساجدين অর্থাৎ (তাঁহাদের মতে) যুসুফ আঃ তাঁহার ভাইদিগকে তাঁহাকে সিজদাকারী অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। আর وخروا له سجدا অর্থাৎ ভাইদের সিজদাকারী অবস্থায় পতিত হওয়া ঐ স্বপ্নের বাহ্যিক ও বাস্তব রূপ, কাজেই তাহারা মাটিতে পতিত হইয়া যে সিজদা করিয়াছিল তাহাতে যুসুফই ছিলেন সিজদার পাত্র।

তাঁহাদের এই যুক্তিও কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

প্রথমতঃ رايتهم لى ساجدين এর অর্থ এইরূপও হইতে পারে, "আমি তাহাদিগকে আমার মর্যাদা উপলব্ধি করতঃ আমার কারণে সিজদাকারী হইতে দেখিলাম।" সেইরূপ وخروا له سجدا র অর্থ এইরূপও হইতে পারে, "তাহারা যুসুফের কারণে সিজদায় পতিত হইল।" লিসানুল—'আরব গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

وفيه وجه اخر لاهل العربية وهو ان يجعل اللام فى قوله وخروا له سجدا وفى قوله رايتهم لى ساجدين لام من اجل' المعنى وخروا من اجله سجدا لله شكرا..... كقولك فعلت ذالك لعيون الناس اى من اجل عيونهم

অর্থাৎ—وخروا له سجدا সম্বন্ধে আরবী ভাষা-বিদগণ আর এক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। উহা এই যে, رايتهم لى ساجدين এবং وخروا له سجدا উভয় স্থলেই لام কে من اجل (=কারণে) অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তখন অর্থ হইবে এই—"আর তাহারা যুসুফের [অচিন্তনীয় উন্নতি ও মর্যাদার] কারণে আল্লার শুক্‌র প্রকাশার্থ আল্লার উদ্দেশ্যে সিজদা অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। যেমন বলা হয় فعلت ذالك لعيون الناس =আমি লোকের বদ-নযরের কারণে ইহা করিলাম।"

দ্বিতীয়তঃ وخروا له سجدا কে যুসুফ আ-র স্বপ্নের হুবহু বাস্তব রূপ ধরা সঙ্গত হয়না। কারণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়ূসুফ আঃ স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই অবিকল ও হুবহু বাস্তবজগতে ঘটিয়াছিল বলিয়া দাবী করা হইলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, য়ূসুফ আঃ-র পিতামাতাও য়ূসুফকে সিজদা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা এই অর্থ সমর্থন করেনা। পিতামাতাকে য়ূসুফ আঃ স্বয়ং নিজ সিংহাসনের উপর উপবেশন করাইয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার অব্যবহিত পরমুহূর্তে য়ূসুফ আ-ই আবার পিতামাতার নিকট হইতে সিজদা রূপ চরম সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিসদৃশ। সঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে, পিতামাতা সিংহাসনে উপবেশন করিবার পর পিতামাতা এবং ভাইয়েরা সকলেই আল্লার শুকর প্রকাশার্থ আল্লার উদ্দেশ্যে সিজদা করেন অথবা সকলেই য়ূসুফ আ.-র তাবেদার হন।

তৃতীয়তঃ স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহাই হুবহু বাস্তব জগতে ঘটা জরুরী নয়; এবং তাহা ঘটেওনা। কোন একটি বিশেষ معنى বা ভাব عالم مثال এ-কোন একটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বপ্নে মানসচক্ষের সামনে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যথা, স্বপ্নে পানিতে হাবুডুবু খাওয়ার বাস্তবরূপ বিপদের আগমন; স্বপ্নে সাপ মারিবার বাস্তব রূপ শত্রুর শত্রুতা বিফল হওয়া ইত্যাদি। এই নিয়ম হযরত য়ূসুফ আ-র স্বপ্নের প্রতিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সিজদার তাৎপর্য 'বশীভূত হওয়া'ই সমধিক যুক্তিযুক্ত। **ইমাম রাযী তাঁহার তফসীর কবীর** গ্রন্থে خروا له سجدا র তফসীরে له র অর্থ 'কারণে' গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

সর্বশেষে سجدوا لادم সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এখানে لام এর অর্থ কারণে গ্রহণ করা সর্বোতভাবে সঙ্গত এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে কোন কৈফিয়তের অবতারণা করিতে হয়না। সেই জন্য আমি উহার তরজমা 'কারণে' করিয়াছি।

والله اعلم بمراد كلامه

www.ahlehadeethbd.org

তকলীদ

—মতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪। আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম বলিয়াছেন,

لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله الخ

আল্লাহ ও তদীয় রসুল যাহা ওয়াজিব করিয়াছেন শুধু তাহাই ওয়াজিব। উহা ব্যতীয় অপর কিছুই ওয়াজেব হইতে পারেনা এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুল [দঃ] কোন এক ব্যক্তির মযহব অবলম্বন করা এবং সর্ব বিষয়ে তাঁহারই তকলীদ করা ওয়াজিব করেন নাই।—শরহে তহরীর [৩] ৩৫০ পৃঃ।

২৫। হাফিজ ইব্‌ন হয্‌ম (রঃ) 'ইবতালুত তকলীদ' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, ইব্‌নে মছউদ, ইব্‌নে আব্বাছ ও আয়েশা আর ছঈদ বিনে মোছাইয়েব, যোহ্‌রী, নখঈ, শা'বী, আতা, তাউছ ও হাছন বছরী [রাযিআল্লাহু আনহুম]কে বাদ দিয়া ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও শাফেয়ীর [রঃ] তকলীদ করার কারণ কি? তাঁহাদের তকলীদ করার কোন দলীল অবগত হওয়া যায় নাই। অথবা কে তাঁহাদের তকলীদকে ওয়াজিব করিল তাহাও জানা যায় নাই। অতএব বিনা প্রমাণে কোন কিছু ওয়াজিব হইতে পারেনা।—মি'য়ারুল হক ২৮ পৃষ্ঠা।

২৬। আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বেহারী মোছাল্লা-মুছছুবুতে বলিয়াছেন,

العدول عن الدليل الى التقليد خلاف المعقول' كيف وفيه ريب وقد امرنا بتركه في الحديث المنقول

অর্থাৎ দলীল পরিত্যাগ করিয়া তকলীদ গ্রহণ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ তকলীদে সন্দেহ বিদ্যমান এবং সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করিতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছি।—মি'য়ারুলহক ৩৮ পৃঃ।

২৭। ইমাম শা'রানী "মাশারেকুল আনওয়ারিল কুদ্‌ছিয়াহ"তে বলিয়াছেন, "আমি আমার ছরদার আলী নতবীর কাছে শুনিয়াছি, তিনি ফকীহ সম্বন্ধে বলিতেন, ওগো ছেলে, যে রায়—অভিমত হাদিছের বরখেলাফ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিওনা। দেখ, 'ইহা আমার ইমামের' মযহব' বলিয়া উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিওনা। কারণ সমস্ত ইমামই হাদিছের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহারা অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাহাদের প্রতি ইমামগণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের মুকাল্লেদ হওয়া সত্বেও তাঁহাদের এই উক্তি কেন গ্রহণ করনা, ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে কি? —দেখুন মি'য়ারুলহক ৪৯ পৃঃ।

২৮। মওলানা আকমল ছাহেব 'তকবীরুল উছুলে' বলিয়াছেন, কোন লোকের প্রতি ইমামগণের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট কোন একজন ইমামের মযহব গ্রহণ করা এবং তাঁহার সমস্ত অভিমত অবলম্বন করা আর অন্য ইমামগণের সমুদয় উক্তি ও আচরণকে পরিত্যাগ কর জরুরী নহে। ঐ

২৯। আল্লামা শরণবলালী হানাফী 'ইক্‌দুল ফরীদে' বলিয়াছেন,

فتحصل مما ذكرنا انه ليس على الانسان التزام مذهب معين

অর্থাৎ পূর্বালোচনা হইতে প্রতীয়মান হইল যে, নির্দিষ্ট কোন মযহব অবলম্বন করা মানুষের প্রতি আবশ্যকীয় নহে।—মি'য়ারুলহক ৪৯ পৃঃ।

৩০। 'শরাহ তাহরীরে' আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলিয়াছেন, শরীয়তের পক্ষ হইতে মানুষকে এইটুকু দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে যে, যাহা তাহারা অবগত নহে সে সম্বন্ধে অনির্দিষ্ট ভাবে যেকোন মুজ্‌তাহিদ বা ইমামের মছআলা গ্রহণ করিতে পারে এবং তৎপ্রতি আমল করিতে পারে। ইহা না করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একজন নির্দিষ্ট ইমামের উক্তিকে অবলম্বন করা অমূলক ইহার কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ বে-দলীল আচরণ শরীয়তের হুকুম অমান্য করা এবং আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করা হইয়া থাকে। তকলীদ আবশ্যকীয় হইলে ছাহাবায়ে কেরাম উহার অধিক হকদার ছিলেন! কারণ, রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে তাঁহারা সরাসরি শরীয়তের আহকাম গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ কেহ তাঁহাদের তকলীদকে ওয়াজিব বা দরকারী বলেন নাই। অতঃপর ইমামদের তকলীদের দাবী অবাস্তব ও অসত্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।—মি'য়ারুলহক, ৮৫ পৃঃ।

৩১। এমাম শা'রানী মিযানের ৪৩ পৃষ্ঠায় "কোন এমাম তাঁহাদের শিষ্যগণকে নির্দিষ্ট কোন মযহাব অবলম্বন করার আদেশ করিয়া যান নাই" এই উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, মহামতি ইমামগণের এইরূপ কোন নির্দেশ আমরা অবগত হইতে পারি নাই।—ঐ

৩২। ইমাম শওকানী "আল্‌কওলুল মুফীদে' বলিয়াছেন, "প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি অবগত আছেন যে, ছাহাবা, তাবেঈ ও তবে'তাবেঈগণ কাহারও মোকাল্লিদ ছিলেননা আর কোন ইমামের মযহবের নামের সহিতও সম্পর্কিত ছিলেননা। বরং সাধারণ লোকেরা যে কোন আলেমের নিকট কোরআন হাদিছের মছআলা জিজ্ঞাসা করিয়া আমল করিত। আর আলেমরাও শরিয়তের হুকম কোরআন হাদিছ হইতেই রেওয়ায়ত করিয়া ফতওয়া দিতেন।—আল ইরশাদ ৩১ পৃঃ।

৩৩। আল্লামা মরজানী হানাফী 'নাজুরাতুল হক' গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "হাদিছ ছহিহ প্রমাণিত হইলে উহার বিপক্ষে কোন লোকের বা ইমামের কথা বা ফতাওয়া কদাচ গ্রহণ করার কোন উপায় নাই। বরং উক্ত বিরুদ্ধ কথা পরিত্যাগ করতঃ হাদিছের নির্দেশই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কোন লোকের বা ইমামের কথা মত আয়াত বা হাদিছ পরিহার করা বৈধ নহে। যদি কেহ এরূপ করে তাহাহইলে সে গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট হইয়া আল্লাহর দীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

৩৪। মওলানা আবদুল হকের শরাহ সহ 'ফতুহুল গায়বে'র ১৯৭ পৃষ্ঠায় মাহবুবে ছুব্‌হানী ছৈয়েদ আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) বলিয়াছেন, কিতাব (কোনআন) ও ছুন্নত (হাদিছ)কে নিজের পেশওয়া [ইমাম] বানাও আর গভীর ভাবে উহাতে চিন্তা কর এবং উক্ত দুইটি বস্তুর উপরই আমল করিতে থাক। পক্ষান্তরে (ছুফীদের) কোন কথায় বিভ্রান্ত হইওনা।

৩৫। হেদায়ার শরাহ 'আয়নী'তে আছেঃ [আল্লামা আয়নী নেহায়ার লেখকের প্রতিবাদে বলিয়াছেন,] তাহার সর্বপ্রকার ভুলের কারণ হইতেছে তকলীদের মুছিবত এবং হাদিছের প্রতি বিরূপ মনোভাব।—আলইরশাদ ঃ—১৬৭ পৃঃ।

৩৬। হযরত শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব অছিয়ত নামার ১ম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "সর্বদা ফিক্‌হের তফরিআত হইতে উদ্ভূত মছআলা মছায়েলগুলিকে কোরআন ও হাদিছের মানদণ্ডে পরীক্ষা করিয়া যাহা উহার মোওয়াফিক হয় তাহা গ্রহণ করিবে আর যাহা মোখালিফ—বিপরীত হইবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিবে।—ইজতেহাদি [কেয়াছি] মছআলাকে কোরআন ও হাদিছের সামনে উপস্থিত করা হইতে উম্মতের (মুছলমানদের) কখনও ইছতিগনা বা নিষ্কৃতি নাই"।

৩৭। জনাব মোল্লা মুঈন হানাফী "দিরাছাতুললবীবে"র ৮৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার (রঃ) কথার উপর এইভাবে আঁকড়াইয়া থাকে যে, জুমআর দিন ইমামের খুৎবা প্রদানের সময়কার দুই রাকআত ছুন্নতের হাদিছটি তাহার নিকট ছহীহ হওয়া সত্বেও সে উহা পরিত্যাগ করে আর নিজের ইমামের কথাই অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাহইলে সে নিজের ইল্‌মের আর জ্ঞানের বিপক্ষে চলার জন্য মুর্খ বা অজ্ঞ লোকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে।"

৩৮। মোল্লা মুঈন উক্ত কেতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিয়াছেনঃ "ইমাম মা'ছুম [নিভু'ল] নহেন যে, শরীয়তের প্রামাণ্য বিষয়কে ইমামের উক্তির বিপরীত হইলেও উহার কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করতঃ ইমামের কথার ন্যায়ই কাজ করিতে হইবে আর কোরআন হাদিছের প্রকৃত অর্থকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অথচ এরূপ করার জন্য আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) আদেশ করেননাই। উপরন্তু আমাদের মযহবেও কোন নির্দিষ্ট এক মযহবের তাবেদারী করার নির্দেশ নাই।"

৩৯। ছুরুরুল মাহজুনের শরাহ 'কুর্‌রাতুল উয়ূনের' (৫ম) ১৩৯ পৃষ্ঠায় (যাহা টোঁকের শাসন-কর্তা নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান ছাহেবের নির্দেশ-ক্রমে লিখিত) তফছিরে মযহারী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী বলিয়াছেন, যদি কোন হাদিছ নিজের মযহবের বিপরীত পরিদৃষ্ট হয় এবং উক্ত হাদিছের প্রতি ইমাম চতুষ্টয়ের কোন একজনেরও আমল করা প্রমাণিত হয় তখন নিজের মযহাব পরিত্যাগ করতঃ উক্ত হাদিছের উপর আমল করা উচিত হইবে বরং অবশ্যম্ভাবী হইয়া যাইবে।

৪০। 'রদ্দুল মুহতার' ১ম খণ্ডের ৪৬০ পৃষ্ঠায় আল্লামা শামী হানাফী বলিয়াছেন :

اذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب الخ

যখন নিজের মযহবের খেলাফ কোন ছহীহ হাদিছ পাওয়া যায় তখন তাহার উপরই আমল করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত মযহব হইয়া যাইবে। কোন ছহীহ হাদিছের উপর আমল করার কারণে কেহ নিজের হানাফী মযহাব হইতে বাহির হইবে না। অর্থাৎ হাদিছের উপর আমল করিয়াও সে হানাফী—হানাফীই থাকিয়া যাইবে।

৪১ : মিযানে কুবরার ৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম শা'রানী বলিয়াছেন, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, ইমামের মৃত্যুর পর যে হাদিছ সহীহ প্রমাণিত হইয়াছে, অথচ ইমাম তাহা গ্রহণ করেন নাই সেই হাদিছ সম্বন্ধে কি করা উচিত? তবে আমি উত্তরে বলিব যে, তুমি সেই হাদিছের উপর আমল করিবে। কেননা, তোমার ইমাম যদি উহা পাইতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি সেই মতেই নির্দেশ দিতেন। যে ব্যক্তি এইরূপ হাদিছ গ্রহণ করে সে বহু পুণ্যের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি 'ইমাম গ্রহণ করেন নাই' বলিয়া উহা গ্রহণ করে না আর তৎপ্রতি আমলও করেনা সেই হতভাগা প্রচুর পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। বাস্তবে অধিকাংশ মোকাল্লেদের অবস্থাও তদ্রূপ যে, তাহারা ইমামের কথার বাহানা করিয়া সহীহ হাদিস ত্যাগ করিয়া থাকে অথচ তাহাদের প্রত্যেকের হাদিছের উপর আমল করাই উচিত ছিল।

৪২। মোল্লা আলী কারীর 'মেনাহুল আযহর' হইতে 'মেনাহুলবারী'র [বুখারীর তরজমা] ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যে কেহ [ছহীহ] হাদিছকে নিজের কল্পনা বিলাসিতার জন্য প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয় তাঁহার সম্বন্ধে হানাফী মাশায়েখদের ফতওয়া এই যে, সে কাফের হইয়া যায়—'খোলাছার' বরাতে।

৪৩। ইমাম শা'রানী বলিয়াছেন, কোন কোন মোকাল্লেদের অবস্থা এই যে, তাহারা বলিয়া থাকে যদি আমি বুখারী বা মুসলিমের কোন হাদিছ পাই, আর তাহা আমার ইমাম গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমিও তৎপ্রতি আমল করিবনা। অথচ ইহা তাহার শরীয়ত-বিষয়ে মুর্খতা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। ইহাতে তাহার ইমামই তাহার প্রতি বেজার হইবেন।—মিযান ১২ পৃঃ।

৪৪। তহরীরের [৩] ৩৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, সাধারণ অজ্ঞ লোকের কোন মযহবই ছহীহ হইতে পারেনা, যদিও সে নিজেকে কোন মযহবের সহিত যুক্ত করিয়া থাকে। কারণ, মযহব ত' শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই হইতে পারে যাহার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও দলীল অন্বেষণের কিছু ক্ষমতা রহিয়াছে।

৪৫। উক্ত কিতাবে আরও বলা হইয়াছে যে,

اما من لم يتأمل لذالك البتة بل قال انا حنفى او شافعي او غير ذلك لايصير لذلك الخ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু যদি সেই অজ্ঞ ব্যক্তি আসলেই চিন্তা ভাবনা আর দলীল তল্লাশ করার ক্ষমতা না রাখে, বরং নিজে নিজেকে হানাফী অথবা শাফেয়ী ইত্যাদি বলিয়া থাকে তবে শুধু তাহার মৌখিক দাবীতেই সে হানাফী বা শাফেয়ী হইবেনা।—ঐ।

৪৬। কোন সাধক কবি বলিয়াছেন,

فاهرب عن التقليد فهو ضلالة

ان التقليد فى سبيل الهالك

অর্থাৎ তকলীদকে পরিহার কর; তকলীদ স্রষ্টতার নামান্তর মাত্র। মোকাল্লেদ ধ্বংসের পথেই ধাবমান রহিয়াছে।

কবি সাধক শেখ সা'দী স্বীয় বোঁস্তাতে আর মওলানা রুমী স্বীয় মসনবীতে তক্‌লীদের নিন্দা ও কুৎসা করিয়া বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন, পুঁথি বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা উহা পরিত্যাগ করিলাম।

নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীতে তক্‌লীদের প্রতিবাদ

১। আল্লাহতায়ালা ছুরা মায়েদায় বলিয়াছেন: ঈমানদার সমাজ, তোমরা আল্লাহর নিশানীসমূহের, নিষিদ্ধ—সম্মানীয়—মাসের আর সেই সমস্ত জানোয়ারের যাহা কা'বা গৃহের দিকে নেয়াজ স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে এবং কালায়েদের (অর্থাৎ যে পশুর গলায় চর্মের তকমা প্রদান করতঃ কা'বা শরীফের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহার) বে-হুরমতি—অসম্মান করিও না। (অর্থাৎ উহাকে হালালে পরিণত করিওনা।)

২। কোরবানীর জানোয়ারের গলায় সুতা বা অন্য কিছু ঝুলাইয়া দেওয়াকে ছুরা মায়েদায় 'কালায়েদ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোরবানীর জানোয়ারের গলায় চর্মের তকমা অথবা জুতার মালা ঝুলানো পশুকেই 'কালায়েদ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

৩। এইরূপে মুছলিম শরীফের হাদিছে بدنة مقلدة অর্থাৎ যে উষ্ট্রের গলায় তকমা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে মোকাল্লাদ বলা হইয়াছে।.....

৪। ইব্‌নে মাজায় বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুছলমানের প্রতি ফরয। পক্ষান্তরে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদানকারীর উদাহরণ প্রদান করিয়া হযরত বলিয়াছেন, كمقلد الخنازير সেই ব্যক্তি শুকরের গলায় (স্বর্ণ-) হার প্রদানকারীর ন্যায়। —২০ পৃষ্ঠা:

৫। ফিক্‌হের কেতাবসমূহের মধ্যে 'কেফায়া' শরহে হেদায়ায় বলা হইয়াছে,

وصفة التقليد ان يربط على عنق بدنة قطعة نعل

তকলীদের পরিচয় এই যে, (নিজের) কুরবানীর উঁটের গলায় জুতার টুকরা বাঁধিয়া দেওয়া।—৩৩৪পৃষ্ঠা

শরহে বেকায়ায় বলা হইয়াছে,

من قلد بدنة فقد احرم

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরবানীর পশুকে মোকাল্লাদ করিল—তাহার গলায় মালা ঝুলাইয়া দিল—সেই ব্যক্তি মোহরিক হইয়া গেল। (১ম) ৩৩৮ পৃষ্ঠা। তারপর বলা হইয়াছে,—

المراد بالتقليد ان يربط قلادة على عنق البدنة

অর্থাৎ তকলীদের অর্থ কোরবানীর জানোয়ারের গলায় কেলাদা অর্থাৎ তকমা ঝোলাইয়া দেওয়া।

পাঠক উল্লিখিত আয়াত, হাদিছ ও ফিক্‌হের উদ্ধৃতিসমূহের দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তকলীদ শব্দটি আসলে প্রয়োগ করা হইয়াছে শুধু পশুদের প্রতি অর্থাৎ তকলীদ শব্দ চতুষ্পদ জন্তুর সম্বন্ধেই ব্যবহার করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষ বিশেষতঃ ঈমানদারদের জন্য পবিত্র কোরআনে উৎকৃষ্ট ছিগা—শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা "ফাত্‌তাবেউনী" বলুন হে রছুল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় হইতে চাও তাহাহইলে আমার 'ইত্তেবা'—কর। এইরূপ 'আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রছুল, আল্লাহ ও তদীয় রছুলের এতাআত কর। তদরূপ বলা হইয়াছে, 'ফা-বেহুদাহুমুক্‌তাদেহ্'—

www.ahlehadeethbd.org

মহানবীর (দঃ) জীবদ্দশায় কি হাদিস লিখিত হইয়াছিল ?

॥ মেহরাব আলী বি, এ ॥

মহানবীর (দঃ) জীবদ্দশায় কি হাদিস লিখিত হইয়াছিল ? এমন একটি প্রশ্নের অস্তিত্ব এখনও মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস ও ধারণা এই যে, রসুলের (দঃ) অন্তর্ধানের প্রায় তিনশত বৎসর পরে যে হাদিস বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতির ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত করিয়া আনিয়া লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করা হইয়াছিল, সেই হাদিসের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না থাকিয়া পারে না। বস্তুতঃ হাদিসের প্রক্ষিপ্তবাদ সম্পর্কে যুক্তিবাদীদের এই সমস্ত অপজ্ঞানের মূল কারণ হইল হাদিসের ঐতিহাসিকতা ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে তাহাদের পড়াশুনার নিতান্ত অভাব। কিন্তু তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা বা অপজ্ঞানের জন্য শুধু যে তাহারাই দায়ী—এইরূপ একতরফা অপবাদ চাপাইলে কার্যতঃ সত্যেরই অপলাপ করা হয়।

এর জন্য ইস্‌লাম ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জ্ঞানী ও গুণীরাও কম দায়ী নহেন। হাদীস যে ইস্‌লামের অন্যতম প্রধান মৌলিক উপকরণ—এই সম্পর্কে ফাঁকা মাঠে আওয়াজ শুনা ছাড়া ভ্রান্তভিসারীরা আত্ম-ধর্ম সম্পর্কে সুস্থজ্ঞানে বা সুপরিকৃত বিশ্বাসে উপনীত হইবার মত এ যাবত বিশেষ কোন কার্যকরী অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্পর্কে আলোচনার অভাব অত্যন্ত দুঃখবহ। সম্প্রতি 'তর্জুমানুল হদীস' 'ইস্‌লামী একাডেমী পত্রিকা,' 'মদিনা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলির মারফত বাংলা সাহিত্যে ইস্‌লামী আলোচনার এক নূতন ক্ষেত্রের পরিকর্ষণ শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক জ্ঞানী ও গুণী ইস্‌লাম ধর্মের বিভিন্ন পট-ভূমিকায় বই পুস্তক লিখিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনটির বহু অভাব দূর করিয়াছেন। পাঠক বর্গেরও দৃষ্টি এখন এই ক্ষেত্রের দিকে বেশ আকৃষ্ট দেখা যাইতেছে। ইস্‌লামী নবজীবনের ক্ষেত্রে ইহা বড় একটা আশার কথা। কেননা, জাতীয় উন্নয়নের মত ধর্মীয় উন্নয়নের বেলায়ও সাহি-

---

আল্লাহ তাঁহাদিগকে হিদায়ত প্রদান করিয়াছেন, অতএব (হে রছুল দঃ) আপনিও তাঁহাদের হেদায়তের 'ইকতেদা' করুন।

উল্লিখিত আয়াতে তিনটা শব্দ জানা গেল।—(১) ইত্তেবা' (২) ইত্তাআত ও (৩) ইক্‌তেদা। অতএব সুধী পাঠকবৃন্দের বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, রব্বুল ইজ্জত আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে মানুষরূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং আমাদের সম্বন্ধে উত্তম শব্দও ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া আমাদের উচিত হইবে যে, আমরা মুত্তাবে' মুতী' ও মোকতাদী নামে আখ্যাত হই। যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তী আছলাফ কেরাম ছাহাবা তাবেঈ, তবে' তাবেঈ, এমাম ও মোহাদ্দিছগণ ছিলেন। কিন্তু যদি আমরা আমাদের শরাফত আর মর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া পশুর জন্য ব্যবহৃত বিশেষণে বিভূষিত হইয়া মোকাল্লেদ নাম ধারণ করি, তাহাহইলে তাহা আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা পরিতাপজনক, বেদনাদায়ক এবং দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে না কি ?

فاعتبروا يااولى الالباب

ফলকথা, আমাদের পূর্বালোচনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খয়রুল কুরুণের শেষ যামানা পর্যন্ত 'তকলীদ' শব্দ কোন এক নিদিষ্ট মযহাবের অনুসরণ করার অর্থে ব্যবহৃত ছিলনা। বরং মুছলমানদের মধ্যে সেই সময় পর্যন্ত তক্‌লীদের অস্তিত্বও বিদ্যমান ছিলনা। পরবর্তী যমানায় 'তকলীদ' শব্দ পারিভাষিক শব্দরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং যবরদস্তি উহাকে মযহাব মান্য করার অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ত্যের ভিত্তি অনস্বীকার্য। কাজে কাজেই পাকিস্তানের ধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার জন্য সাহিত্যকে রূপায়িত করার দরকার যেমনি জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ হইতে তেমনি উহাকে বাস্তবায়িত করিয়া তোলার দরকার ইস্‌লামের দৃষ্টিভঙ্গিতেও।

বক্ষমাণ প্রবন্ধটি হাদিসের প্রক্ষিপ্তবাদ বা হাদিস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের কোন যুক্তিতর্ক বা চুলচেরা বাদবিতণ্ডার দৃষ্টিতে লিখিত কোন আলোচনা প্রবন্ধ নহে। কার্যতঃ মৌলিক অবস্থায় হাদিস লিখিত হওয়া সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র অবতারণিকা মাত্র। এই প্রবন্ধ পাঠে একজন মাত্র পাঠকও যদি হাদিসের মৌলিক রূপ সম্বন্ধে অপজ্ঞানের তিমিরাবরণমুক্ত হইতে পারেন তবে আমি আমার পরিশ্রম অনেকটা সার্থক মনে করিব।

হাদিস দিয়াই হাদিসের জন্ম কথা শুরু করি

আবু হোরায়রা ও আনাছ বিন্ মালিক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবীর বাক্যাবলী স্মরণ রাখিতে অক্ষম এক ব্যক্তি তদীয় দুর্বলতার জন্য নবী-সকাশে দুঃখ প্রকাশ করিল। নবী উত্তর করিলেন—তোমার দক্ষিণ হস্তকে তোমার সাহায্যে নিয়োজিত কর। অর্থাৎ উহা লিখিয়া রাখ। আবদুল্লাহ বিন্ আমর হইতে বর্ণিত আছে, "আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমরা আপনার নিকট হইতে হাদিস শ্রবণ করি কিন্তু উহা আমাদের স্মরণে থাকে না, আমরা কি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না? তিনি উত্তর করেন, যেভাবেই হউক, লিখিয়া রাখিতে পার" অনুরূপ আর একটি হাদিসের সমর্থন পাওয়া যায় যে, রাফে' বিন খদীজ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা বলিলাম, "হে আল্লার রসুল, আমরা আপনার নিকট হইতে বহু কথা শ্রবণ করি, আমরা কি উহা লিপিবদ্ধ করিব? তিনি উত্তর করেন, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

তাউছের মারফতে আবদুল্লাহ বিন আমরের কথা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি যে পুস্তকখানাতে হজরত রসুলের হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন তাহার নাম ছিল 'ছাদিকা'। মুজাহিদ উক্ত পুস্তক সংকলকের তত্ত্বাবধানে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কোরেশগণ আবদুল্লাহ বিন্ আমরের এই প্রকারের লিপিকরী অভ্যাস অপছন্দ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে হাদিস লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। অনন্তর হজরত রসুলে করিম (দঃ) এই কথা জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে হাদিস লিখিতে পুনর্বার অনুমতি প্রদান করেন। এই সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন্ আমর বলিয়াছেন যে, তিনি সত্য ব্যতীত আর কিছুই লিখেন নাই।

খতীব বাগদাদী তদীয় 'তাকিদুল ইল্‌ম' নামক বিখ্যাত পস্তকে লিখিয়াছেন যে, হজরত আনাছের নিকট হাদিস শ্রবণ করিবার জন্য লোকেরা যখন তাঁহার চারিদিকে আসিয়া ভীড় করিত তখন তিনি খোদার রসুলের বাণী যে স্মারকলিপিতে [memoranda] লিখা ছিল তাহা বাহির করিয়া আনিতেন। আনাছ বিন্ মালিক বলেন যে, হজরত আবুবকর শিক্ষা সম্বন্ধীয় মছলাসমূহ তাঁহার জন্য লিখিয়াছিলেন এবং তাহা লিপিবদ্ধ করা নবীর সুন্নত ছিল। হাম্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হোমামাহ্ বিন্ আবদুল্লাহ [মৃত্যুর ১১০ বৎসর পরে] এর নিকট হইতে একটি দলীল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যদ্বারা বিশ্বাস হয় যে, যখন হজরত আবুবকর (রঃ) ভিক্ষার মছলা সমূহ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন তখন তিনি উহা হজরত আনাছের (রঃ) জন্যই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে রসুলের (দঃ) মোহর অঙ্কিত ছিল এবং তাহা ভিক্ষার মছলা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আমর বিন্ আবি ছুফিয়ান উমর বিন্ খাত্তাবকে বলিতে শুনিয়াছেন, "ইহার (হাদিসের) লিখন দ্বারা জ্ঞানকে সংবদ্ধ কর", আমর বিন্ ছোহায়েব বিন্ আবদুল্লাহ বিন্ আমর কর্তৃকও রসুলের তাদৃশ কথা বর্ণিত দেখা যায়। হজরত আলীও (রঃা) তুল্য কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। ইত্‌বানের অনুরোধ মুতাবেক হজরত রসুল (দঃ)তাঁহার গৃহে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহা তাহার পুত্র লিপিবদ্ধ করেন। যাহাতে ভিক্ষার মছলাসমূহ অথবা মক্কার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পবিত্রতা সম্বন্ধে বর্ণনা আছে এমন একখানা স্মারক-লিপি হযরত আলীর নিকটও মওজুদ ছিল। ঘটনাচক্রে খোজায়াগণ হারামের মধ্যে বনি লাইছ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার ফলে সেই উপ-লক্ষে হযরত রসূল (দঃ) একটি ধর্মভাষণ (Sermon) প্রদান করেন। সেই সময় একজন লোক এমন হইতে আগমন করিল এবং অভিভাষণটি তাহার জন্য লিখিয়া দিবার জন্য নবী-কে (দঃ) নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাইল। তাহার অনুরোধটি গৃহীত হইয়াছিল।

এতসব হাদীস অবতারণার পর ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হজরতের জীবদ্দশাতেই হাদিস লিখিত হইয়া-ছিল এবং এই কথার স্বপক্ষে কেবল হাদিসেরই প্রমাণ বিদ্যমান নাই বরং ইহা অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া ইসলামের অন্যতম দুষ্ট সমালোচক উইলিয়ম মুইর সাহেব বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, কতিপয় ছাহাবা হজরতের বাণীসমূহের স্মারকলিপি রাখিতেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার স্বনামধন্য লেখক মিঃ ডানকান ব্লাক মেকডোলাণ্ড এম, এ ডি, লিট সাহেব উক্ত গ্রন্থের 'মুসলমানী আইন' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, "প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই উদ্দেশ্যে মুহাম্মদের নিকটতম সঙ্গিগণ তাঁহার খোসগল্প (table talk) ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের (wise sayings) স্মৃতির দ্বারা অথবা লিখনী দ্বারা টিপ্পনী গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বাণী ও কর্ম, আচার ও প্রথা, তাঁহার ধর্মীয় জীবনের যাবতীয় প্রশ্নোত্তরিকা ও বিশ্বাস এবং সর্বোপরি ন্যায্য তর্ক-বিতর্কে সাব্যস্ত তাঁহার সুচিন্তিত মীমাংসা—সমস্তই ব্যক্তিগত নোট বহিতে বেজোড় পত্রে লিপিবদ্ধ করা হইত। এই ভাবেই ইসলামের বিরাট হাদিস শাস্ত্রের (traditions) সুত্রপাত হইয়াছিল।"

ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত রসুলের (দঃ) একটি বাণী আছে—আমা হইতে যাহা শ্রবণ কর তাহা কদাপি লিপিবদ্ধ করিও না। কোরআন ব্যতীত কেহ যদি অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে তাহা মুছিয়া ফেলা উচিত হইবে। হাদিসের মূল্য হইতে উহার অর্থাৎ কোরআনের মূল্য হ্রাস করিওনা। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ইহা একটি নিষেধাজ্ঞা সুচক কথা হইলেও পরোক্ষ অর্থে এইকথা বলার পশ্চাতে বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে বলিয়া সুধিগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, হজ-রতের শিক্ষার ফলে বহুতর লোক কোরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। তবে গণ্ড-গোল দূরীভূত করার জন্য একই স্থানে একই সময়ে কোরআন ও হাদীস যাহাতে লিপিবদ্ধ করা না হয় এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করারও প্রয়োজন হইয়াছিল। হাদিস-শাস্ত্র হইতে কোরআনের আয়তগুলি যে নিছক ভিন্ন বস্তু—কোরআনের এই একক পবিত্রতা ও বিশু-দ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য হজরত রসুল (দঃ) যে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন—'কোরআন ব্যতীত' বিশেষ কথাটিই উহার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ। কোর-আনের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে ইস্লাম প্রব-র্তকের উদ্বিগ্নতার হেতু হইতেছে—পূর্বতন ধর্মশাস্ত্রগুলি অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া-ছিল যাহার জন্য হজরত রসুল করিমও ঈদৃশ ভয় না করিয়া পারেন নাই। আবু হোরায়রা বলিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে, একদা আমরা হাদিস লিখি-তেছি এমন সময় আল্লার নবী বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন—তোমরা যাহা লিখিতেছ তাহা কি? বলিলাম 'হাদিস' যাহা আমরা আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন—আল্লার কেতাব হইতে একখানা দোছরা কেতাব? তোমরা কি জান না যে, আল্লার কেতাব ব্যতীত অন্য কেতাব লিখনই একদিন তোমাদের পূর্বতন পুরুষদিগকে ভ্রষ্ট পথে চালিত করিয়াছিল"? এই প্রকার বিবেচনা ব্যতীত হাদিস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে হজরত রসুলের (দঃ) আর কোন আপত্তি বা নিষেধাজ্ঞা ছিল বলিয়া জানা যায় না।

ওরওয়ার নজির দিয়া জোহ্রী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত উমর (রঃ) একদা বলিয়াছিলেন—'খোদার কেতাবের সমকক্ষতা করিতে পারে এমন কোন কাজ আমি কদাপি করি না"। জাহাক বলিয়াছেন—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোরআনের মত কোন নিয়মিত পুস্তকে হাদিস সংগ্রহ করিও না, কারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাহাদের নিজেদের পুস্তকের উপর আস্থাবান হইয়া পড়িতে পারে। বস্তুতঃ স্মৃতি বিদ্যার উন্নতি কল্পে ও হাদিসের সত্যবর্ণনাকে (ছহি রেওয়ায়েত) সংবদ্ধ করনোদ্দেশ্যে হাদিস লিপিবদ্ধ করা এক কথা আর কোন পুস্তক সংকলন করা ও তার আলোচ্য বিষয় বস্তু মনোনয়ন করা স্বতন্ত্র কথা। উভয় কাজই বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। তদোপরি অনেকের পক্ষে তাহা বিশুদ্ধভাবে না করিতে পারারও সম্ভাবনা থাকা বিচিত্র নহে। এই জন্য প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতার পক্ষপাতি ছিলেন। সর্বোপরি কোরআনই ছিল তাঁহাদের একমাত্র পুস্তক, তাই এই কোরআনের নিছক পবিত্রতা ও বাক্যাবলীকে (আয়াত) সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার জন্য তাহারা প্রথমাবধি রেষারেষি করে কোরআরকে অন্যান্য পুস্তকের পংক্তি হইতে সম্পর্ক-বিযুক্ত করিয়া রাখিবার প্রতি বিশেষ তৎপর ছিলেন।

হজরত রসূলের (দঃ) যুগে আরবীয়গণের মধ্যে লিপিবিদ্যার (Art of writing) বিশেষ প্রচলন ছিল। স্যার উইলিয়াম মুইর তদীয় মোহাম্মদের জীবনী' (Life of Mohomet P. xxviii) গ্রন্থের ভূমিকায় আরবীয়দের লিপিবিদ্যার উৎকর্ষতা সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইস্থলে উধৃত করা গেল। "মুহাম্মদ তাঁহার নবুওতী কার্যভার (Prophetical office) গ্রহণ করিবার বহু পূর্ব হইতেই লিপিবিদ্যা যে মক্কা নগরে সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত ছিল এই কথা নিঃসন্দেহ এবং মদিনাতেও বহু সহচর (ছাহাবা) হজরত রসূল কর্তৃক তাঁহার ব্যক্তিগত ও সরকারী পত্রাদি লিপিকার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।.....বদর যুদ্ধের অর্থহীন বন্দীগণ প্রত্যেকে কিছু সংখ্যক মদিনাবাসীকে হস্তলিখন শিক্ষা প্রদান করিবে এই বিশেষ শর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। যদিও মদিনাবাসীগণ সাধারণভাবে মক্কাবাসীগণের তুল্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল না, তথাপি ইসলাম-আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই অনেক মদিনা-বাসীকে লিখনক্ষম দেখিতে পাওয়া যাইত।"

কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, প্রথমতঃ হাদিস সমূহ ছাহাবাগণের সাধ্য মুতাবেক স্মৃতিশক্তির মধ্যে সংরক্ষিত হইত। তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজনানুবোধে লিখন দ্বারা হাদিস সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেন। হজরত রসূলের (দঃ) জীবদ্দশায় বিরাট হাদিস শাস্ত্রের একটি অংশ মাত্র লিখিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহাকে হাদিস লিখন ও শৃঙ্খলা করণ প্রচেষ্টার অতি শৈশব অবস্থা বলিলেও অন্যায় কিছু বলা হয় না। স্বভাবতঃ লিখিত হাদিসসমূহ বিক্ষিপ্তাবস্থায় এবং শ্লথ পত্রিকায় সংরক্ষিত হইত। এই সমস্ত দলিলপত্র হইতে হাদিস কণ্ঠস্থ করিয়া লওয়ার পরে হয় উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইত, আর না হয় উহার মালিকের শুভেচ্ছানুসারে তাঁহার সমাধি কক্ষে স্থান দান করা হইত। প্রয়োজন দৃষ্টে মুখস্থ করা হাদিসের সংগ্রহ, পরীক্ষা ও শৃঙ্খলভাবে লিখিত বিবরণ প্রস্তুত করনের ইতিহাস হইল অনেক পরবর্তীযুগের কথা।

হজরত রসূল (দঃ) পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলির (যেমন খাইবারের ইহুদী ও নাজরানের খৃষ্টান গোত্র) সঙ্গে যে সমস্ত সন্ধি ও চুক্তিবদ্ধ হন তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল সেইগুলি উপস্থিত জনবর্গ দ্বারা স্বাক্ষরিত করা হইয়াছিল। মুইর সাহেব বলিয়াছেন—সেগুলি প্রায়শঃ পশু চর্মের উপর লিখিত হইত এবং যাহাদের অনুকূলে ঐ সমস্ত চুক্তিপত্র উপসংহারিত হইত, তাহা ঐ সমস্ত গোত্রের দ্বারা অধিকার সনদ (charter of Privilege) হিসাবে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় মহাযত্নে রক্ষিত হইত। মূল দলিলাদি তৃতীয় শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত অক্ষতভাবে বিদ্যমান ছিল। স্প্রেঙ্গার সাহেব বলেন,—যেগুলি খলিফা হারুন অল-রশিদের আমল পর্যন্ত বলবৎ ছিল (১৭০—৯৩ হিঃ) তৎপরে উহা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে সংকলিত হইয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

নূতন-শিক্ষা ব্যবস্থা ও আরবী ভাষা

॥ আফতাব আহমদ রহমানী, এম, এ, ॥

পূর্ব পাকিস্তানে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশের মাটী হতে আরবী ভাষার পঠন-পাঠন যে পাততাড়ী গুটাতে বাধ্য হবে সে কথা এখন আর কাউকেও বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আরবী শিক্ষা ও আরবী শিক্ষিতের প্রতি কেমন যেন একটা অবহেলার ভাব এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের গোড়া-গুড়ি হতেই চলে আসছে। সরকারী অফিস আদালত হতে আরবী শিক্ষিতদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলে স্বভাবতঃই আরবী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ নিতান্ত কম হয়ে পড়ে। তথাপি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আন্তরিক আগ্রহের ফলে এ দীপ-শিখা কোন দিনই নির্বাপিত হয় নি—জ্বলছিল মিট্‌মিট্‌ করে। ধর্মীয় কাজ তথা পুণ্যের কাজ মনে করে কিছু সংখ্যক ধনবান মানুষ এ শিক্ষাকে জিয়িয়ে রাখার জন্য মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন আর কিছু সংখ্যক ছাত্র (অবশ্য এদের মধ্যে অধিকাংশই উপায়হীন গরীব) আল্লাহ ও রসূলের কালামের ভাষা মনে করে ঐ ভাষা শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। কবি সত্যই বলেছেন :—

زندہ ہے ملت بیضاء غرباء کے دم سے

অবিভক্ত বাংলা দেশে যখন মুসলমান ছাত্রদেরকে হিন্দু তহযিব ও তমদ্‌দুনের আওতা হতে মুক্ত করে ইসলামী পরিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য নিউস্কীম মাদ্রাসা চালু করা হয় তখনও নিউস্কীমের মাধ্যমে আরবী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল বিপুল। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে দেশে এমন এক আব-হাওয়ার সৃষ্টি হল যার ফলে নিউস্কীমের ছাত্র সংখ্যা কমতে কমতে মাদ্রাসা গৃহগুলি প্রায় উজাড় হওয়ার উপক্রম হল। আর এখন ত' বেচারা নিউস্কীমেরই জান-কান্দানীর অবস্থা। এত সব যাওয়ার পরও হাই স্কুলগুলির মাধ্যমে যেটুকু আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে তারও বিদায়ের দিবস ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

ڈر ہے کہ یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر
مدت سے دور زماں اسے میٹ رہا ہے

কিন্তু এ সব কলা কৌশল করে কি পূর্ব-পাকিস্তানের মাটী হতে আরবী ভাষাকে নির্বাসিত করা সম্ভব হবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যত দিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মাটীতে একটী মাত্র মুসলমান যিন্দা থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ দেশ হতে আরবী ভাষাকে নির্বাসিত করা সম্ভবপর হবে না। মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগীর মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। এ দুইই হচ্ছে আরবী ভাষায়। মুসলমানের জীবন বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে যে, তার জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি পদে, প্রতি দিন ও প্রতি মুহূর্তে তাকে আরবী ভাষার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। মুসলিম শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত শুনিয়ে তাকে "খোশ আমদেদ" জানানো হয়।

আবার মওতের সময় আরবী ভাষায় কালেমা তওহীদ ও সূরা ইয়াসিন ইত্যাদি শুনান হয়। মওতের পর আরবী ভাষায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জানাযার নামায আদায় করা হয়। লাশকে কবরের মাটীতে রেখে "বিসমিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতে রসূলিল্লাহ" বলে যে দোআ পাঠ করা হয় তাহাও আরবীতেই। এই কি শেষ? কবরের উপরে মাটী দিয়ে দাফন কার্য সমাধা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে" মিন্হা খালাক্না কুম্, ওয়া ফিহা নুয়ীদুকুম, ওয়া মিন্হা নুখ্রিজুকুম তারাতান উখ্রা" ফাতেহাখানী, সোয়ম, চেহলম—এসব যারা করেন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর্যন্ত আরবী ভাষার হাত হতে রেহাই পাবার তাঁদের কোন উপায়ই থাকে না।

এত গেল শুধু জন্ম ও মৃত্যু—মাত্র দু' দিনের কথা। এরই মাঝে কেউ ষাট কেউ সত্তর কেউ বা আশি, নব্বই, এক শ' বছর ধরে দুনয়ার পৃষ্ঠে বসবাস করে ইসলামী জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। এঁদের প্রাত্যহিক জীবনের খুটিঁনাটী বিষয়ে এঁরা যে কতবার আরবী ভাষার মুখাপেক্ষী হন তার ইয়ত্তা কে করবে? মধুর যামিনী যাপনের পর সুবেহ সাদেকের মৃদু মন্দ বাতাসে ভেসে আসা মুয়ায্যিনের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে সুখের নিদ্রা ভেঙ্গেছে আর অমনি মর্দে মুমীন বলে উঠেছে "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্য়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর"। তারপর গাত্রোত্থান করতঃ প্রাত্যহিক কাজের জন্য বেরিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে বলছে" আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবেকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবায়েছে"। কাজ সমাপনান্তে বলছে "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা, গুফ্রানাকা।" অজু করার জন্য পানিতে হাত দিয়েছে আর বলছে, "মিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বস্তুতঃ মুসলমান প্রত্যেক কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ পাঠ করে থাকে। অজু শেষ হলে পর কলেমায় শাহাদত পাঠ করতঃ বলছে "আল্লাহুম্মাজ আল্নী মিনাত তাওওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাতাহ্হেরীনা।" তারপর কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ত করতঃ সিনায় হাত বেঁধে যে সব কালাম উচ্চারণ করছে তা শুধু আরবী ভাষায়ই নয় আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অংশ। কি ভাষার সাবলীলতায়, কি ছন্দের লালিত্যে, কি সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টজীবের ভাগাভাগীতে, কি এবাদত ও ইস্তেআনতের সংযোজনায় তা একেবারেই অনুপম। আর যাঁরা নিয়তের শব্দ গুলিকে মুখে উচ্চারণ করে থাকেন, সিনায় হাত বাঁধার পূর্বে তাদেরকে আরবী ভাষার সহিত বেশ কিছুক্ষণ হেঁচড়া-হেঁচ্ড়ি করতে দেখা যায়। নমাজ শেষে আসে মুনাজাতের কথা। মুনাজাত শব্দটীর আভিধানিক অর্থ হল চুপি চুপি গোপন কথা বলা। মানুষ যেমন প্রিয় জনকে অতি গোপনে মনের কথা বলে থাকে, বান্দাও তেমনি মুনাজাতের সময় স্বীয় মাহবুবকে মনের কথা জানিয়ে থাকে। ইহকাল ও পরকালে যা কিছু মঙ্গল আছে তা চাওয়ার জন্য বিশ্বাসী নর নারীদেরকে আরবী ভাষার সাহায্যই গ্রহণ করতে দেখা যায়।

এভাবে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়তে গিয়ে আরবীতে কুরআন তিলাওয়াত ও দোআ দরূদ পাঠ করতে হয়। জুমা, ঈদের খুত্বা, ওয়ায নসিহত, আকিকা, খৎনা, বিয়ে, ওলিমা, যবাহ, কুরবানী—সব কাজেই আরবী দোআ ও কালামের সাহায্য নিতে হয়। কোন কাজ সুসম্পন্ন হলে বা কোন খোশখবর পেলে "আল্হামদুলিল্লাহ" বলতে হয়; কারো সাথে দেখা হলে "আস্সালাম আলায়কুম" বলতে হয়; কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিছুতে মুগ্ধ বা বিস্মিত হলে "সুবহানাল্লাহ" বা "মাশাল্লাহ" বল্‌তে হয়; কোন অসংযত বাক্য শুনলে বা আচরণ দেখলে "মাআযাল্লাহ" বা "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা" বল্‌তে হয় ইত্যাদি। ফলকথা এই যে, আমাদের অযু, গোসল, উঠ'-বসা চলাফেরা—সব কাজেই আরবীতে বিভিন্ন রকমের দোআ পাঠ করতে হয়। মুসলমান বুঝুক আর না বুঝুক তার জীবনে এরূপ কোন ঘটনা বা সময়ের কল্পনা করা কঠিন, যাতে সে আল্লাহ ও রসূলের কালামের ভাষা থেকে সম্পর্কচ্যুত হতে পারে।

আরবী একটি জীবন্ত ও সমৃদ্ধিশালী ভাষা। আরবী ভাষা ফারসী, উর্দু, তুর্কী সিন্ধি, পোশতু, বার্বার, মালয়ী, জাভানী, সুহয়লী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। পার্সী উর্দু প্রভৃতি ভাষায় পারিভাষিক সমস্ত শব্দই আরবী হতে গৃহীত। সুতরাং আরবীর সাহায্যেই এ সব ভাষা অল্প আয়াসে আয়ত্ত করা যায়।

আরবী শুধুমাত্র আরববাসীদের ভাষা নয়। ইসলামের দ্বারাই আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। ইসলামের প্রভাবেই আরবী কেবল আরব দেশের ভাষা না হয়ে সমস্ত মুসলিম জগতের ধর্মীয় সাধারণ ভাষা হয়েছে। একে Lingua Islamica বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যযুগে যেরূপ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ল্যাটিন ভাষার চর্চ্চা ছিল, ঠিক সেইরূপ সমস্ত ইসলাম জগতে আরবী ভাষার চর্চা এক সময়ে ছিল এবং এখনও আছে। হিজায মিসর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, এডেন, ওমান ট্রান্সজোরদান, সুদান, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মুরিতানীয়া প্রভৃতি দেশের মাতৃভাষা আরবী। এ ছাড়া ইরাণী, তুরাণী, আফগানী, সিন্ধি, হিন্দী মালয়ী, জাভানী, চীনী, বার্বার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষা আরবী না হলেও এদেরই হাত দিয়ে আরবী ভাষায় বহু বিরাট বিরাট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সত্য কথা বল্‌তে কি, কুরআনের ব্যাখা ও উহার আনুসঙ্গিক বিষয়াদী (allied subjects); হাদিস ও উহার আনুসঙ্গিক বিষয়াদী; উসূল ও ফেকাহ ইত্যাদি ইসলামী বিষয়ে আরবদের চেয়ে অনারব-দের দান ঢের ঢের বেশী।

বর্তমান যুগেও আরবী ভাষার প্রভাব আরব দেশের গণ্ডীর বাইরেও যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, U. N. O এর কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশের জন্য যে তিনটী ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে তন্মধ্যে আরবী ভাষা অন্যতম। আমেরিকায় প্রায় তিন লক্ষ আরবী লোক আছে যারা নিজেদের বই পুস্তক এবং পত্র-প্রত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। নিউইয়র্ক হতে প্রকাশিত ললিতকলা বিষয়ক (الفنون) "আলফনুন" নামে আরবী পত্রিকাটী আমেরিকান পত্রিকার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। তাছাড়া নিউইয়র্ক হতে (الوطن) "আলওয়াতান" নামক অন্য একটি সাপ্তাহিক আরবী কাগজও নিয়মিত ভাবে বের হয়। অলআজহার, কায়রো ও বৈরূত বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আরবী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আরবী ভাষার সম্প্রসারণ ক্ষমতা অসীম। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যখন গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাশি আরবীতে তর্জমা করেন তখন নূতন নূতন পরিভাষার জন্য তাঁদেরকে কোনই বেগ পেতে হয়নি। যেকোন জটিল বিষয়ে সূক্ষতম ভাব প্রকাশ করতেও আরবী শব্দের অভাব হয়না। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আরবী ভাষার একটী বৈশিষ্ট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরবী শব্দসম্ভার সমৃদ্ধতম। বৎসরের আরবী প্রতি শব্দ আছে ২৪টী,, আলোকের ২১টী, অন্ধকারের ৫২টী, সূর্যের ২৯টী, মেঘের ৫০টী, বৃষ্টির ৬৪টী, কূপের ৮৮টী, পানির ১৭০টী, দুধের ও মধুর ১৩টী করে, সিংহের ৩৫০টী, সাপের ১০০টি, উটের ২৫৫টী, এবং ঘোড়া, গাধা, তলোওয়ার ও তীরের জন্য বহু সংখ্যক শব্দ রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকেই আরবী ভাষার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে।

মানুষের বিভিন্ন অবস্থা (Stages) প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে, যথা :—গর্ভস্থ শিশুকে বলে (جنين) 'জনীন', ভূমিষ্ঠ হলে বলে وليد (ওলীদ), দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে বলে (رضيع) "রযী", দুধ ছাড়লে বলে, (فطيم) "ফতীম", দুধ দাঁত পড়ে গেলে বলে (مثغور) "মসগুর", নূতন দাঁত বের হলে বলে (مثغر) "মুসাগ্‌গির" দশ বছরের হলে বলে, مترع বা ناشئ "মুৎরি", বা "নাশী", কৈশরে বলে (يافع বা مراهق) "মুরাহিক বা য়াফি", যৌবন প্রাপ্ত হলে (بالغ) "বালিগ" অথচ এসব অবস্থার সাধারণ নাম হল (غلام) "গুলাম" নব যুবককে বলে (شارخ বা فتى) "ফাতা বা শারিখ্", যুবককে বলে (مجتمع) "মুজ্‌তামি", ত্রিশ ও চল্লিশ বছরের মধ্যে বলে (شاب) "শাব্ব", চল্লিশ হতে ষাট বছর পর্যন্ত বলে كهل "কাহ্‌ল" এর পর যথাক্রমে বলে (شيخ كبير এবং هرم) "শায়খ" "কাবির" এবং হারাম। বার্দ্ধকের শেষ অবস্থায় বলে (خرف) "খারিফ", মেয়েদের জন্যও এসব বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শব্দ রয়েছে।

বিভিন্ন জিনিষের প্রথমাংশ বুঝাবার জন্য আরবীতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহারের ব্যবস্থাও রয়েছে। যেমন :—وسمى "ওয়াসমী" প্রথম বর্ষা। لباء "লিবা" প্রথম দোহিত দুধ। نعاس "নু'আস" তন্দ্রা (নিদ্রার অগ্রভাগ) طليعة "তলীকা" সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগ। عنفوان বা ريعان "উনফুআন" বা "রায়আন" প্রথম যৌবন। باكورة "বাকুরাহ" কোন বৃক্ষ বা বাগানের প্রথম ফল। بكر "বিক্‌র" কুমার। نهل "নাহল" কূপ বা উৎসের প্রথম নির্গত পানি। وخط (ওখ্‌ত্) মাথার চুলে প্রথম শ্বেত বর্ণ রেখা, استهلال "ইস্‌তিহ্‌লাল" নবজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন শব্দ ইত্যাদি।

অতি সংক্ষেপে মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য একটি মাত্র শব্দ দ্বারা একটী পৃথক বাক্য বুঝবার বিস্ময়কর ব্যবস্থা আরবী ভাষায় রয়েছে। যথা :—هلل "হাল্‌লালা" যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়েছে। كبر "কাব্‌বারা" যে আল্লাহু আকবার পড়েছে। بسمل "বাসমালা" যে "বিস্‌মিল্লাহির্ রাহমানির রাহিম" পড়েছে। استرجع "ইস্‌তারজাআ" যে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন" পড়েছে।

এ ছাড়া আরবীতে একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দের প্রচলন খুব বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বিপরীতার্থবোধক শব্দেরও আরবীতে অভাব নেই। قعد "কাআদা" এর অর্থ বসা ও উঠা—দুইই হয়। ذاب "যাবা" এর অর্থ গলে যাওয়া ও জমে যাওয়া, زوج "যাওজুন" এর অর্থ স্বামী ও স্ত্রী, جلل "জালালুন" এর অর্থ গুরু ও লঘু।

একাধিক অর্থবোধক শব্দের মধ্যে প্রায় দু'শ শব্দ আছে যার প্রত্যেকটি তিন অর্থ বিশিষ্ট। চার অর্থ বিশিষ্ট শব্দের সংখ্যা প্রায় এক শতেরও অধিক। এভাবে ছয়, সাত, আট নয় এমন কি ২৫টি অর্থ বিশিষ্ট শব্দেরও সাক্ষাৎ

www.ahlehadeethbd.org

পাওয়া যায়। যেসব শব্দ ২৫টীরও অধিক অর্থ প্রকাশ করে থাকে তার মধ্যে الخال "খাল-খাল" এর ২৭টী ; العين "আল-আইন" এর ৩০টী এবং العجوز এর ৬০টী অর্থ রয়েছে।

আরবী ভাষার শব্দ-সম্ভার, প্রয়োগ প্রণালীর বৈচিত্র ব্যবহারের সুক্ষ্মতা দেখে কারোও ঘাবরিয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ আরবী ভাষার অধিকাংশ ক্রিয়া পদই ثلاثى مجرد বা তিনটী মূল অক্ষর বিশিষ্ট। কয়েকটি নির্দিষ্ট অতিরিক্ত হরফ বা হরকতের অদল বদল ও হের-ফের করে একই মূল থেকে অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। জটিল ভাব প্রকাশ করতে আরবী ভাষায় সংযুক্ত শব্দের (Compound words) প্রয়োজন হয়না। ক্রিয়ার পরে বিভিন্ন রকমের অব্যয় (Preposition) ব্যবহার করে নূতন নূতন অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে। যেমন علم "আলিমা" সে জানিয়াছিল। علم বা اعلم "আল্লামা" বা আ'লামা, সে শিক্ষা দিয়াছিল। علم على "আল্লামা" "আলা", সে কোন দলিল পত্রের উপর স্বাক্ষর করিয়াছিল رغب فيه "রাগিবা ফিহ্", সেকোন জিনিষের প্রতি আসক্ত হয়েছিল, رغب عنه "রাগিবা আনহু" সে কোন জিনিষের প্রতি বিরক্ত হয়েছিল।

এখন থাকল আরবী ব্যাকরণের কথা। তা আজমীদের পক্ষে একটু কঠিন বটে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রণালী (Direct method) অবলম্বন করে আরবী শিক্ষা দিলে আরবী ভাষাও যে অনারবদের জন্য চিত্তাকর্ষক ও সহজসাধ্য হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাছাড়া মুসলমান শিশুরা যখন দেখবে যে, তার দৈনান্দিন দোআ দরূদে ব্যবহৃত শব্দ-গুলি নিরর্থক ধ্বনি বা মন্ত্র নয়, বরং প্রত্যেকটীর সুন্দর অর্থ রয়েছে, তখন আরবী শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ আপনা আপনিই বেড়ে যাবে। মানুষকে আক্‌ল্ বা বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা তাকে "আশরাফুল মাখলুকাত" বা সৃষ্টির সেরা করেছেন। না বুঝে দোআ দরূদের বাক্যগুলি মন্ত্রের মত আওড়িয়ে আমরা আল্লাহ তাআলার সে মহাদানেরই অবমাননা করেছি।

ইসলামের বুনয়াদ ন্যায় ও যুক্তির উপর স্থাপিত। আরবী শিখে আমরা আমাদের অন্ধ ভক্তিকে মুক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করতে চাই। এজন্যই আমাদের আরবী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তাই বলি যাঁরা কলা-কৌশল করে এদেশের মাটি হতে আরবী শিক্ষাকে নির্বাসিত করতে চাচ্ছেন তাঁরা অত্যন্ত অদুরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাদের এ অপকৌশল যে পরিণামে ব্যর্থ হতে বাধ্য তা একরকম হলফ করেই বলা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল্

আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন ভাবে লিখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দুঃখের বিষয় এসমস্ত গ্রন্থ প্রণেতাগণের অধিকাংশই পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নন। আর যারা—এঁদের সংখ্যা অবশ্য খুবই নগণ্য—হিন্দভূমিতে সে নব জাগরণের ইতিবৃত্ত লিখতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন একাধিক কারণে। তাঁদের ব্যর্থতার কারণগুলি কি আলোচনা করার পূর্বে বলতে হবে মুক্তি আলোলন বলতে আমি কি বুঝি এবং কেনই বা একে মুক্তি আন্দোলন নাম দিচ্ছি।

আমাদের ঐতিহাসিকরা অনেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে। কেউবা ১৯৩০ খৃষ্টব্দে আল্লামা ইকবাল মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে আওয়াজ তুলেছিলেন তাকেই আযাদী আন্দোলনের প্রথম পদবিক্ষেপ মনে করে থাকেন। কেউবা বলতে চান যে, ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতেই আমরা পেয়েছিলাম 'গণতন্ত্র' ও স্বাধীনতার' জন্য 'সংগ্রাম' করার অনুপ্রেরণা। আর এক দল অবশ্য পাকিস্তান দাবীর পশ্চাতে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পান না। এ-কারণে বর্তমান প্রবন্ধে 'স্বাধীনতার' পরিবর্তে 'মুক্তি' শব্দটি আমি গ্রহণ করেছি। যে আন্দোলন সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি তা শুধুমাত্র মানুষের দৈহিক স্বাধীনতা নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। মানুষের দেহ-মন এবং ইহলোক-পরলোকের পরম মুক্তির জন্যই ছিল এর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা আর এ মহৎ উদ্দেশ্যেই অর্পিত হয়েছিল বালাকোটের কোরবানী।

উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে শস্যশ্যামলা বাংলার সমতলভূমি থেকে শুরু করে উষর সিন্ধু মরুভূমি ও ইয়াগীস্তানের পর্বতশীর্ষ পর্যন্ত যে আন্দোলন মুসলিম গণমনে এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং যে তাহরীকের পুরোধা ছিলেন আমীরুল মু'মেনীন সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ; আমি সে আন্দোলনের কথাই বলছি।

রেভার্টি (H. G. Ravorty) Notes on Afghanistan গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "কারও কারও মতে যারা আমাদের বিরোধিতা করে থাকে তারা সবাই হয় ধর্মান্ধ, বিদ্রোহী' নয় ডাকাত"—

—'fanatics, rebels or dacoits. বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ইংরেজ সৈনিক পুরুষের এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণ।

বালাকোটের মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার পরে পরে নওয়াব ওয়াজিরুদ্দওলা ওয়াজির খান সাইয়েদ শহীদের কর্মময় জীবন বিশেষ করে হিজরত পরবর্তী কালে সীমান্তে তাঁর তাবলীগ, জিহাদ ও ইমামতের প্রামাণ্য ও সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেন। তাঁর এই উদ্যম ও চেষ্টার ফলরূপে অল্পকালের মধ্যে কয়েকটি তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য জীবন চরিত, যথা,—

(১) منظورة السعداء فى احوال الغزاة والشهداء (২) وقائع احمدى (৩) مخزن احمدى

এ ছাড়াও সাইয়েদ ও শাহ শহীদের বিভিন্ন মূল্যবান চিঠিপত্র সংগৃহীত হয়। কিন্তু পরম লজ্জা ও দুঃখের কথা এ সব পুস্তকাবলী—অবশ্য এর কোনটিই কখনও প্রকাশিত হয়নি—থাকা সত্বেও মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আগাগোড়া এক ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। এর জন্য অমুসলিমদের চেয়ে মুসলিমরাই বেশী দায়ী:— সমসাময়িক শিখ ঐতিহাসিক অমরনাথ তাঁর 'জাফরনামা রনজীৎ সিং' অথবা দেবীপ্রসাদ তাঁর 'গুলশানে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাঞ্জাব' পুস্তকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সাইয়েদ সাহেবের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা উভয়েই তাঁকে 'খালীফা সাহেব' বলে অভিহিত করেছেন। মুক্তি আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কেও এঁদের বিবরণ মোটামুটি পক্ষপাতমুক্ত। সমসাময়িক এক ইংরেজ পরিব্রাজক চার্লস ম্যাসন—সাইয়েদ শহীদের সীমান্তে অবস্থানকালে এই ভদ্রলোক পেশাওয়ার পরিদর্শন করেন—তাঁর Narration of Various journeys in Baluchistan, Afghanistan and the Punjab গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন "অশেষ প্রতিভার অধিকারী না হ'লে পরাজয়ের মধ্যেও তিনি (সাইয়েদ শহীদ) এমন করে লোকের মনে বিশ্বাস ও আস্থার সঞ্চার করতে পারতেন না!" সীমান্ত জিহাদের সাফল্যে সিন্ধুর হায়দরাবাদে উল্লসিত জনতার আনন্দ উৎসব এবং রণজীৎ শিংহের সাইয়েদ সিংহের 'সাইয়েদ ভীতির'—"Ranjit Singh had a very great dread of him"—উল্লেখ করে ম্যাসন সাহেব আরও বলেছেন: "দমন এবং সিন্ধু নদের পূর্ব তীরবর্তী পাঠানরা তাঁর জন্য সর্বদা দোআ করে থাকে এবং তারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করে যে, আল্লাহ মেহেরবানী করে সাইয়েদকে জয়যুক্ত করবেন। তাদের লোকসঙ্গীতেও সাইয়েদের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে।" ম্যাসন বর্ণিত এমন তিনটি লোকগীতি ফরাসি পণ্ডিত Darmesteter তাঁর "জনপ্রিয় আফগান লোক গাথায়" সংগ্রহ করেছেন।

পক্ষান্তরে ইংরেজ ভক্ত মুসলিম রাজকর্মচারী লতিফ সাহেব তাঁর 'পাঞ্জাবের ইতিহাস' গ্রন্থে বালাকোটের ঘটনাবলী বর্ণনা করে মন্তব্য করছেন,

"Thus ended the career of Syad Ahmad, the impostor, who, in the garb of religion, had endeavoured to promote his own private ends and those of his followers. His existence as the supporter of the Wahabi persuasion was as dangerous to the Mussulman community who followed the precepts of the Quran and the Hadis as propounded by the early writers of the faith, as it was to the non-Mussulman public."

"এই ভাবে ভণ্ড সাইয়েদ আহমদের জীবনাবসান ঘটল, ধর্মের নাম নিয়ে সে তার ও নিজ অনুসারীদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে ছিল। পূর্ববর্তী মুসলমান লেখকগণ কর্তৃক বিশ্লেষিত কোরআন-হাদীস শিক্ষার অনুসারী মুসলিম সমাজ এবং অমুসলমান জনসাধারণ উভয়েরই জন্য ওয়াহহাবী মতবাদ সমর্থক সাইয়েদের অস্তিত্ব ছিল বিপজ্জনক।"

মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির জন্য শুধু মাত্র ইংরেজভক্তরাই দায়ী ছিলেন একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হ'বে। আন্দোলনের প্রারম্ভিক যুগ থেকে একদল উলামা হিন্দে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকরিতা, জিহাদ পরিচালনে সাইয়েদ সাহেবের যোগ্যতা ইত্যাদি খুঁটিনাটি প্রশ্নের অবতারণা করে লোকমনে সন্দেহ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রতিকূল মন্তব্য ও সমালোচনার জওয়াবে শাহ ইসমাঈল শহীদকে পর পর লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। মীর শাহ আলী সাহেবকে লিখিত এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এক দীর্ঘ পত্রে শাহ সাহেব বিরোধীপক্ষের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত ভাবে সপ্রমাণ করেন। কিন্তু জিহাদের ডামাডোলের মধ্যে লেখনী ধারণ করতে তাঁর কত যে অসুবিধা হয়েছিল তার সামান্য ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন নিম্নবর্ণিত তাঁর মন্তব্যে:

فاما ایں ضعیف بلکہ سائر حاضرین
اینمقام در امری مشغول الد کہ تقریرات
را دراں امر اصلا گنجایش نیست حال ما
مردم بہ لسبت حال اهل تحریر وتقریر
بمثابۂ حال شخصے است کہ بنفس اداء صلوۃ
مشغول است بہ لسبت کسیکہ تعلیم مساعی
صلوۃ میمالد پس ہر چند تعلیم مساعی
صلوۃ هم از جملۂ مقدسات صلوۃ است فاما
حال ادای نفس صلوۃ مانع است از اشتغال
بتعلیم مساعی صلوۃ

www.ahlehadeethbd.org

"অতপর এই দুর্বল (শাহ ইসমাঈল) এবং এ স্থানের উপস্থিত সকলেই এমন একটি (গুরুত্বপূর্ণ) ব্যাপারে এতটা মশগুল যে, তাতে বক্তৃতা দেওয়ার ও প্রবন্ধ রচনার আদৌ কোন অবকাশ নেই। আমাদের অবস্থা আর লেখক ও বক্তাদের অবস্থা এমন ব্যক্তির ন্যায় যিনি স্বয়ং নামাযে রত আর ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন। যদিও নামাযের নিয়ম-কানুন ও হুকম আহকাম শিক্ষাদানের কাজ নামাযের প্রাথমিক কর্তব্যসমূহের শামিল, তথাপি নামাযে রত থাকার অবস্থা নামাযের হুকম আহকাম শিক্ষা দেওয়ার পরিপন্থী।

যাঁরা নামায আদা করতে ব্যস্ত তাঁদের নামাযের প্রাথমিক আহকাম শিক্ষা দেয়ার অবসর কোথায় ?'

বালাকোটের পরেও এ ধরণের সমালোচনা অব্যাহত ছিল এবং প্রধানতঃ এ কারণেই পরবর্তী-কালে ইংরেজ অধিকৃত ভারত 'দারুল হারব' কিনা সে নিয়ে অবান্তর কুটতর্কের সূত্রপাত হয়। এ খাল দিয়ে কুমীর এসে আন্দোলনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং তাহ্‌রিক বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে আবু সাঈদ মুহম্মদ হুসায়ন সাহেব "ইকতিসাদ ফি মাসায়েলিল জিহাদ" প্রকাশ করেন অপর দিকে কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর নওয়াব আবদুল লতীফ সাহেবের বাসভবনে কলিকাতা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটীর এক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, ইংরেজ পদানত ভারত 'দারুল ইসলাম'। পরে আবদুল হক খায়রাবাদী সাহেব দশই ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ সালে এ মতের জোর সমর্থন করেন। জৌনপুরী সাহেবের ভক্ত ও অনুরক্তেরা যতই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক না কেন, সত্যের খাতিরে এ কথা প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিককেই বলতে হবে যে, সাইয়েদ সাহেবের শিষ্য হয়েও তাঁর মত সাইয়েদের আন্দোলনের আর কেউ ক্ষতি সাধন করেননি।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আহমদ খান সাইয়েদ শহীদকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, শাহ শহীদের অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজকে "নিম ওয়াহহাবী" বলতেন। তাঁর 'আসারুস সানাদীদ' গ্রন্থে তিনি উভয় নেতার জীবনী অতি সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। ওদিকে সাইয়েদ শহীদের প্রথম প্রকাশিত জীবনী লেখক জাফর থানেশ্বরী সাহেব মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য 'কালাপানীতে' দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। এঁরা উভয়ই শাসকগোষ্ঠীর কোপানল থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার উদ্‌গ্র আগ্রহে এ কথাই বার বার বুঝাতে চেয়েছেন যে, সাইয়েদ শহীদ এক ধর্মসংস্কারক সুফী ছিলেন মাত্র। রাজনীতির সাথে তাঁর তেমন সম্পর্ক ছিলনা এবং মুক্তি আন্দোলন মূলতঃ জালেম শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। সাইয়েদ সাহেব ইংরেজদের শত্রু তো ছিলেনই না বরং মিত্র ছিলেন। থানেশ্বরী সাহেব তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করতে এক অন্যায় প্রতিক্রিয়ারও সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। আহমদ শাহ আবদালীর পৌত্র ও হেরাত অধিপতি মাহমুদ এবং তাঁর পুত্র কামরানকে সাইয়েদ শহীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সীমান্তে তিনি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন। আফগান এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের পর দীনদার, যোগ্য ও শরিয়ত অনুসারী নেতার হাতে সামান্ত-শাসন ভার অর্পণ ক'রে তিনি ভারতভূমিতে তাঁর আসল উদ্দেশ্য সফল করতে অর্থাৎ দেশকে কুফর ও অনাচার মুক্ত করতে আত্মনিয়োগ করবেন।

باز خود ایجالب مع مجاهدین صادقین
سمت بلاد هندوستان بنا بر ازالۂ اهل کفر
وطغیان متوجه خواهد گشت که مقصود
اصلی خود اقامت جهاد بر هندوستان نه توطن
در دیار خراسان

অতঃপর স্বয়ং খাঁটি মুজাহিদগণ সহ কাফির ও আল্লাহদ্রোহীদের নিপাত করার জন্য হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করব। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জিহাদ, খোরাসান রাজ্যে অবস্থান করা নহে।

একই কথা তিনি পর পর চিত্রালের শাসক, বোখারার শাহ এবং কাবুল অধিপতি আমীর দোস্ত মুহম্মদকেও লিখেছিলেন। দেশের দুরবস্থার কথা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বোখারার শাহকে লিখেছিলেন ঃ

لیکن از مدت چند سال بتقدیر قادر
تعالی حال حکومت وسلطنت این مملکت بریں
منوال گردیده که نصاری نکوهیده خصال
ومشرکین بد مال بر اکثر بلاد هندوستان
از لب دریاے اباسین تا ساحل دریاے شور
که تخمینا شش ماه راه باشد تسلط یافتند

কিন্তু কয়েক বৎসর হয় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও বাদশাহীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। দুষ্ট-স্বভাব খৃষ্টানগণ এবং অসৎ-কর্ম-পরায়ণ মুশরিকগণ আবাসিনা নদীর তীর হতে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত আনুমানিক ছয় মাসের পথ অধিকার করে নিয়েছে।

ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এর চেয়েও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হ'তে পারে কি? অথচ এই সুস্পষ্ট মনোভাবকে অস্পষ্ট করার অপপ্রচেষ্টায় থানেশ্বরী সাহেব স্বীয় গ্রন্থে উল্লিখিত পত্রাংশে মনগড়া পরিবর্তন সাধন করে নিম্নলিখিতরূপে তা প্রকাশ করেছিলেন ঃ

سکھاں نکوهیده خصال ومشرکین بد
مال بر اکثر اقطاع غربی هندوستان از لب
دریاے اباسین تا دار السلطنت دهلی تسلط
یافتند

দুষ্ট স্বভাব শিখগণ ও অসৎ স্বভাব মুশরিকগণ আবাসিনা নদীর তীর হতে রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ প্রদেশগুলি অধিকার করে নিয়েছে।

ইংরেজ পরিব্রাজকের অতিশয়োক্তি—"[Sayyid Ahmed] had passed through these countries into the Yusufzai district, assuming a delegated power from above to exterminate the Sikhs and to make himself master of the Punjab, of Hindustan and of China."* —এবং থানেশ্বরী সাহেবের অপপ্রচেষ্টা উভয়ই মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে কুয়াসাচ্ছন্ন করতে সাহায্য করেছে মাত্র।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, সীমান্তে ইউসুফজাই এলাকাকে জিহাদের কেন্দ্র নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হ'বে যে, সাইয়েদ শহীদ কান্দাহার কাবুল সফর শেষে মাত্র ইউসুফজাই অধ্যুষিত ইয়াগীস্তানের সোয়াত, বুনাইর ও চামলা এলাকায় পদার্পণ করেছিলেন। আর একথাও স্মরণ রাখা উচিত হ'বে যে, তদানীন্তন ভারতের দুই প্রধান রোহিলা নওয়াব চৌকের আমীর খান এবং রামপুরের আহমদ আলী খান উভয়ই জিহাদের উৎসাহী ও সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে আফগানিস্তানের ভূমিকা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী আহমদ শাহ আবদালীর নিকট থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে টিপু সুলতান, ওয়াজীর আলী এবং এমন কি হোলকার ইংরেজদের সাথে সংগ্রামে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে সহযোগিতা কামনা করেছিলেন।

সম্রাট বাবর স্বীয় জীবনচরিতে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয়রা ভারতের বাইরের সব দেশকে খোরাসান বলে থাকে যেমন আরবরা অনারব দেশমাত্রকে আজম নামে অভিহিত করে। এই কারণে অনেকের কাছে মুক্তি আন্দোলন খোরাসানী তাহরীক বলে পরিচিত। বস্তুতঃ আবুল ফজল বর্ণিত (আইন-ই-আকবরী দ্রষ্টব্য) সুবা কাবুলের সরকার সোয়াত ও পার্থলী এলাকা সাইয়েদ শহীদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার লীলাভূমি চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন বর্ণিত উদীয়ানা

* অর্থাৎ সাইয়িদ আহমদ এইসব দেশ অতিক্রম ক'রে ইউসুফ জাই জিলায় উপস্থিত হন। তিনি শিখদিগের নিপাত সাধন পূর্বক পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান ও চীন দেশের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঊর্ধ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত বলে নিজেকে মনে করেন।

www.ahlehadeethbd.org

'মধ্য প্রাচ্যের' তৈল সম্পদ

মোহাম্মদ অবদুর রহমান

ইরান, তুরস্ক, প্রভৃতি দেশ সহ আরব রাষ্ট্রগুলো পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের নিকট মধ্যপ্রাচ্যরূপে পরিচিত। পাশ্চাত্য দেশগুলোর পূর্বদিকে যে সব দেশ অবস্থিত তন্মধ্যে জাপান ও উহার পার্শ্ববর্তী দেশগুলো প্রাচ্যের সর্বশেষ সীমায় অবস্থিত বলে সে গুলো দূরপ্রাচ্য নামে অভিহিত আর সউদী আরব সহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র, তুরস্ক, ইরাণ প্রভৃতি দেশ প্রাচ্য দেশগুলোর মধ্যে কতকটা মাঝামাঝি স্থলে অবস্থিত বলে পাশ্চাত্যের নিকট সেগুলো 'মধ্যপ্রাচ্য' নামে পরিচিত। এদেশগুলো যদিও আমাদের পাকিস্তান সহ অন্যান্য প্রাচ্যদেশগুলোর পশ্চিম দিকে অবস্থিত তবু আমরা এবং পূর্বাঞ্চলের সব দেশের লোকই পাশ্চাত্যের অনুকরণে উক্ত দেশগুলোকে মধ্যপ্রাচ্য' বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

ইসলামের সুবর্ণ যুগে 'মধ্যপ্রাচ্যের' এই দেশগুলো শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানেই নয়, তাহযিব তামাদ্দুনে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেছিল। অর্থ সম্পদে ও শান শওকতেও পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং এই দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের শোষণাগারে পরিণত হয়ে উঠে। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার জ্ঞানের আলোককে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

মানসিক দৈন্য ও আর্থিক দারিদ্র মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদিগকে পতনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে তারা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়।

কিন্তু আল্লাহর অনন্ত রহমতে মধ্যপ্রাচ্যে উনবিংশ শতাব্দী থেকে নব জাগরণের সূচনা দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীতে এই জাগরণের নিদর্শন ও জীবনস্পন্দন সর্বত্র স্পষ্টভাবে অনুভূত হতে থাকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত পরিবেশে উন্নতির পথে এরা এগোতে থাকে।

আরব রাষ্ট্র সমূহ এবং মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম রাজ্য গুলোর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে যে জিনিস সব চাইতে বেশী সহায়ক হয়েছে সে হচ্ছে এই সব

উপত্যকার বীর সন্তানগণ দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল কিন্তু সাইয়েদ শহীদের পতাকাতলে তাঁরা সেচ্ছায় ও সাগ্রহে সমবেত হয়েছিল। ইউসুফজাই প্রধান পাঞ্জাবের ফৎহ খান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কনোলী (Edward Conolly) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন: "It was during the short, but brilliant reign of Syad Ahmad, whose principal supporter he was, and to whom he may be said to have given the crown, that Futteh Khan obtained his greatest power."

ফৎহ খান সাইয়িদ আহমদের স্বল্পস্থায়ী কিন্তু প্রোজ্জ্বল খেলাফত কালেই—যার ছিলেন তিনি প্রধান সমর্থক এবং যাকে তিনি রাজমুকুট প্রদান করেছিলেন বলে বলা যেতে পারে—তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস বৈচিত্রপূর্ণ। ক্ষুদ্র এক প্রবন্ধে তা বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। আরাফাত সম্পাদক সাহেবের 'বালাকোটের শাহাদত' শীর্ষক সম্পাদকীয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে এ প্রবন্ধটি লিখে পাঠালাম। আল্লাহ তওফিক দিলে দেশে ফিরে আরাফাত ও তর্জুমানের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা করার বাসনা রইল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করছি যে, জামাআত হিসাবে আমরা 'দিবস' পালন বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পক্ষপাতী নই!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাজ্যের অফুরন্ত তৈল সম্পদের আবিষ্কার।

পেট্রোলিয়াম নামীয় খনিজ তৈল বর্তমান বিশ্বের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য উপকরণ। এই তৈলের সাহায্যে আধুনিক পৃথিবীর সহস্র সহস্র রাজপথে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টায় কোটি কোটি মোটর—ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, লরী জীপ প্রভৃতি আরোহী অথবা পণ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন প্রকার মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে। প্রাচ্যের পদস্থ ও ধনিকের এবং পাশ্চাত্যের সাধারণ আয়ের সকলের চলাচল ও প্রমোদ ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা বড় সম্বল হচ্ছে ট্যাক্সি। পেট্রোলের অভাব ঘটলে এই জনপ্রিয় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমান যুগে সময়ের মূল্য অত্যন্ত বেশী। এই অমূল্য সময় বাঁচান এবং লম্বা সফরের ক্লেশ হ'তে রক্ষা পাওয়ায় জন্য পৃথিবীর একস্থান থেকে অন্যস্থানে বহু কার্যাব্যাপদেশে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে উড়ো জাহাজের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুধু একদেশ থেকে অন্য দেশেই নয়, দেশের অভ্যন্তরেও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে বর্তমানে উড়ো জাহাজ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলবে। যুদ্ধকার্যে বিমানের ব্যবহার অভাবিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃ এখন বিমান ছাড়া যুদ্ধের কথা অকল্পনীয়। শুধু মোটর আর বিমানই নয়—রেলগাড়ী, জাহাজ, মোটর সাইকেল, স্কুটার এবং অনেক কলকারখানাও বিশোধিত অথবা অশোধিত পেট্রোলিয়ামের দ্বারাও চল্‌তে শুরু করেছে। পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ বন্ধ হ'লে আধুনিক সভ্যতার এইসব উপকরণ অচল হয়ে পড়বে—পৃথিবীর বর্তমান গতিই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

আধুনিক জগতের জন্য এত অত্যাবশ্য ও অপরিহার্য উপকরণ পেট্রোলিয়ামের সর্বাপেক্ষা বড় সরবরাহকারী অঞ্চল হচ্ছে আমাদের 'মধ্যপ্রাচ্য'। এইসব দেশে এই মূল্যবান খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং তদ্দ্বারা উপকার লাভের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। আল্লাহর ফজলে তৈল উত্তোলনের পরিমাণ প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বর্ধিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বিগত ১৯৬০ বৎসরের মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তৈল খনি সমূহ থেকে উত্তোলিত অশোধিত পেট্রোলিয়ামের একটী তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে ঃ

দেশের নাম	১৯৫৩	১৯৬১
কোওয়াট	৪২৬ লক্ষ টন	৮৩০ লক্ষ টন
সউদী আরব	৪২৫ " "	৬৮০ " "
ইরাণ	১৩৬ " "	৫৯০ " "
ইরাক	২৮২ " "	৪৯০ " "
কাটার	৪০ " "	৮০ " "
মিসর	২৩ " "	৩০ " "
বাহ্‌রায়েন	১৫ " "	১০০ " "
কোয়াট-সঃ আরব নিরপেক্ষ এলাকা	—	৯০ " "

কোওয়াট ঃ

উপরোক্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে তৈল সম্ভারে কোওয়াট মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ দেশ। বেশী দিনের কথা নয়, এখান থেকে সর্বপ্রথম ১৯৪৬ সালে তৈল রপ্তানী শুরু হয়। রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই আশাতীত ভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৫০ সালে এখান থেকে মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন তৈল রপ্তানী করা হয়। ১৯৫৮ সালে রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০০ কোটি টনে আর '৬১ খৃষ্টাব্দে উহা ৮৩০ কোটিতে গিয়ে পৌঁছে। দুটো বিদেশী কোম্পানী এখানে তৈল উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনার কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। একটির নাম হচ্ছে বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী আর অপরটির নাম আমেরিকার গাল্‌ফ অয়েল করপোরেশন। কোওয়াট সরকার এদের উত্তোলিত তৈল থেকে সেলামী বা রয়েল্‌টি বাবদ ১৯৪৮ সনে পেয়েছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ ইউ এস ডলার আর ১৯৫৯ সনে এই সেলামীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। প্রধান ক্ষেত্র বাব্‌গান, মাগোয়া আহমদী, উত্তর কোওয়াট ও মিনাগিশে অবস্থিত। এসব জায়গায় তৈলখনি আবিষ্কৃত ও কাজ শুরু হয় যথাক্রমে ১৯৩৮, ১৯৫২, ১৯৫৫ ও ১৯৫৯ সালে। রাওজাতাইনে আর একটি ক্ষেত্রে শীঘ্রই কাজ শুরু হচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সউদী আরব

তৈল সম্পদে 'মধ্য প্রাচ্যে' দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে সউদী আরব। তৈল উত্তোলন কেন্দ্রগুলো আবকাইক, দাম্মাম, কাতিফ এবং গওহরে অবস্থিত। পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল সউদী আরবের তৈল ক্ষেত্রগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিন্তু এখন লব্ধ-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাচ্ছে যে কেন্দ্রগুলো বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পর সংযুক্ত—মাটির তলে এই অমূল্য সম্পদ ৮০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ। ১৯৫২ সনের পূর্ব পর্যন্ত ৪০টি তৈল কূপ নির্মিত হয়। এর পর আরও বহু তৈল ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এবং উত্তোলন কার্য শুরু হয়। পূর্বে রাসতানোরার সঞ্চয় কেন্দ্র থেকে বাহরায়েনের সমুদ্র পর্যন্ত ২৩১ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসান হয়। পরে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী লেবাননের সিডন পর্যন্ত ২,০৬৮ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন বসান হয়। এখন এই দুই পথেই বিদেশে তৈল রপ্তানীর কাজ চালু রয়েছে।

সউদী আরবের তৈল উত্তোলন, বিশোধন ও বিতরণ কার্য আরব-অ্যামেরিকান কোম্পানী Aramco] দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর মোট কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮,৮৪০ জন, তন্মধ্যে সউদী আরবের সংখ্যা ছিল ১৮৮২০ জন। বলাবাহুল্য উচ্চপদস্থ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক আমেরিকানরাই বেতনের সিংহ ভাগ গ্রহণ করতেন। বর্তমানে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও এখনও আরবরা নীচের তলাতেই পড়ে আছে।

সউদী আরবের বিপুল তৈল সম্পদ থেকে সউদী আরব সরকার শতকরা ৩২ ভাগ রয়েলটি পেয়ে থাকেন বলে একটি বাংলা সাপ্তাহিকে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু Muslim News International নামক লণ্ডন থেকে সদ্য প্রকাশিত মাসিকের এক প্রামাণ্য প্রবন্ধে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যের তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলো তৈল সম্পদ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উক্ত দেশসমূহে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে এবং মাঝে মাঝে কোন কোন স্থলে এর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরান, ইরাক, কোওয়াট, সউদী আরব এবং ভেনজুয়েলা মিলে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার সুরাহার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এদের মিলিত দাবী ও চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় আশা করা যায় তৈল কোম্পানীগুলো তাদের অন্যায় লুটের কাজ থেকে বিরত হবেন এবং যাদের সম্পদ নিয়ে তারা ফেঁপে উঠছেন তাদের প্রতি সুবিচারের চেষ্টা করবেন।

১৯৪৮ সালে সউদী আরব পেট্রোলিয়াম বাবদ রয়েলটি বা সেলামী পান ৩ কোটি ২০ লক্ষ ইউ এস ডলার আর ১৯৫৯ সালে পান ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। সউদী আরবের সমগ্র আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই এই তৈলের রয়েলটি হতে সংগৃহীত হয়। সউদী আরব তৈল খাতে লব্ধ এই বিপুল আয় দ্বারা বহু জনহিতকর দেশকল্যাণমূলক কাজে হাত দিতে সক্ষম হয়েছেন। উক্ত অর্থের দ্বারাই জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, তায়েফ, রিয়ায প্রভৃতি সহরের উন্নয়ন, কাবাতুল্লাহ ও মসজিদুল নববীর সংস্কার ও সম্প্রসারণ, মদীনায় আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উহাতে বহির্দেশের বহুসংখ্যক মুসলিম ছাত্রের ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য বহু উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজ সমূহের আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

কুয়াত-সউদী আরব সাধারণ এলাকা

এই এলাকায় কুওয়াতের পক্ষে 'অ্যামেরিক্যান ইণ্ডিপেনডেণ্ট অয়েল কোম্পানী' এবং সউদী আরবের পক্ষে 'প্যাসিফিক ওয়েষ্টার্ণ অয়েল কোম্পানী' মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সনে ওয়ারফাতে লাভজনক পরিমাণ তৈল উত্তোলনে সক্ষম হয়। শতকরা ৫৭ ভাগ মুনাফা রয়েলটি প্রদানের চুক্তিতে ১৯৫৮ সনে একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান আর অনুরূপ শর্তে ১৯৬০ সালে একটি ওলন্দাজ কোম্পানীকেও এই নিরপেক্ষ এলাকায় তৈল উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হয়।

—চলবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

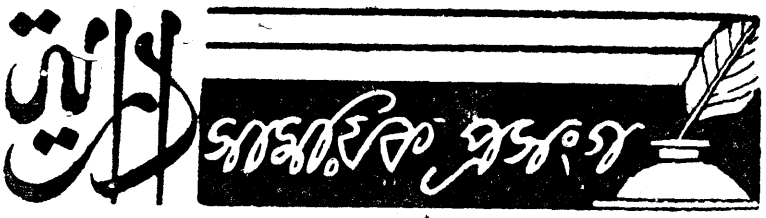

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

জাতীয় জীবনে শুভ-প্রভাত

দীর্ঘ তিন বছর আট মাস পর বিগত ৮ই জুন পাকিস্তানের বুক হতে সামরিক শাসনের অবসান হয়েছে। আর তার সাথে সাথে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে শুভ প্রভাত উদিত হয়েছে। ৮ই জুনের সকাল হতে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। এ নূতন অধ্যায়ে আমরা এক নূতন শাসনতন্ত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি এবং উজ্জ্বল আশাবাদ নিয়ে সম্মুখের পানে আগুয়ান হয়েছি। এর কামিয়াবি সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা একমাত্র ভবিষ্যতই দিতে পারে। তবে এ সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব কিছু কম নয়। কারণ ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার ভার আমাদের উপরই। কোন জাতীয় জীবনে শাসনতন্ত্র বড় কথা নয়। শাসনতন্ত্রের যথাযথ রূপায়ণই হল আসল কথা। অনেক দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর শাসনতন্ত্র কাগজের স্তূপে পড়ে রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ফরিয়াদ করছে আবার অনেক দেশে অলিখিত (Un-written) শাসনতন্ত্র হওয়া সত্বেও আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, শাসনতন্ত্রের পশ্চাতে যেসব মানুষ কাজ করেন তাঁদের উপরেই নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের কামিয়াবি ও নাকামিয়াবি। বস্তুতঃ আমাদের নূতন উজীরসভার উপরই নির্ভর করছে নতুন শাসনতন্ত্রের সফলতা।

নূতন শাসনতন্ত্রের মূল কথা হল গণতন্ত্র। দেশবাসীর সুবিধা ও অধিকারকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করাই হল গণতন্ত্রের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আইন সভার সকল সদস্য ব্যক্তি-স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে এবং আপোষের সর্বপ্রকার বৈষম্য ভুলে গিয়ে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবেন বলেই আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি।

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এবারেও নির্বাচিত সদস্যদের প্রায় সকলেই নির্বাচনের পূর্বে দেশবাসীর মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রের পুনর্বহাল, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, নূতন শাসনতন্ত্রের সংশোধন এবং ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারায় সমাজ জীবন গড়ে তোলার চিত্তাকর্ষক প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। ওয়াদা খেলাফী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নজীরে আমাদের অতীত ইতিহাস বহুবার কলঙ্কিত হয়েছে। দেশবাসী ও অতীতের নির্বাচকমণ্ডলী ওয়াদাভঙ্গের নৈরাশ্যে বহুবার পীড়িত হয়েছে। এবার যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়, বর্তমান উজীর সভা ও নবনির্বাচিত সদস্যমণ্ডলীর নিকট আমরা এ আশাই পোষণ করি।

ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারায় সমাজজীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়াতেই ছিল এবং শাসনতান্ত্রিক রদ-বদল ও ভাঙ্গা-গড়ার মাঝেও এ স্বপ্ন হতে জাতি কোন দিনই বিচ্যুত হয়নি।

একটী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করার উদ্দেশ্যেই

www.ahlehadeethbd.org

একদিন এ উপমহাদেশের দশ কোটি নর-নারী নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত বেদেরেগ কুরবান করেছিল। দশ কোটি মুসলমানকে এ ওয়াদাই দেওয়া হয়েছিল যে, পাকিস্তান অর্জিত হলে সেখানে একটী ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হবে; অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত হবে এবং ইসলামের অনুমোদন বহির্ভূত আচার অনুষ্ঠানের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের মত সাদাসিদে মুসলমানেরা এসব ওয়াদা অঙ্গীকারের অর্থ এই বুঝেছিল যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হলে সেখানে জুয়াখেলা, শরাব পান, কুসীদ ব্যবসায়, জেনা, চুরি ইত্যাদির নাম গন্ধ পর্যন্ত থাকবেনা। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের ভাবী রাষ্ট্রে নাগরিকদের মনে ধর্মীয় ভাবধারা সৃষ্টি করার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে; নামাজ রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য নাগরিকদেরকে উপরতলা হতে উদ্বুদ্ধ করা হবে; শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সেখানে এমন শিক্ষা চালু করা হবে যার ফলে কলেজ ও ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মন ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠ্‌বে।

কিন্তু দুঃখের সহিত আজ এ কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর দীর্ঘ পনের বছরের মধ্যে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হয়নি। এ পনের বছরের মধ্যে রাষ্ট্রের এ তরী মন্‌যেলে মকসুদ তক্ পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকেই হাতে হাল ধরেছেন, অনেকেই কর্ণধার সেজেছেন কিন্তু দু' এক জন ছাড়া আর কেউ এ ওয়াদা স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। লক্ষ্যচ্যুত কর্ণধারগণ বরাবরই স্বার্থের দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছেন। ফলে, বিদ্যুৎ গতিতে উজিরসভার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহর অপার মহিমায় বিগত ৮ই জুন জাতির রাজনৈতিক জীবনে পুনরায় গণতান্ত্রিক অধ্যায়ের নূতন পাঠ আরম্ভ হয়েছে। এবারে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের সামনে দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জাতির আশা আকাঙ্খা পূরণ ও জাতিকে উহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। দেশের জনসাধারণের জীবনমান অনুন্নত। দু' বেলা উপযুক্ত পরিমাণ খাবার জুটেনা, এরূপ মানুষের সংখ্যাই আজ বেশী। দ্রব্যমূল্যের উচ্চতা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। আমাদের অভাব অভিযোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা আজ আমাদের দেশের হাজার হাজার মুসলমানকে খৃষ্টান বানাচ্ছে। সকলেই জানেন, দেশবাসীর জীবনে শত অভাব-আঘাতের পর আঘাত হান্‌ছে। অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি, ঝড়ের পর বন্যা, শস্যহানীর পর দুর্ভিক্ষ প্রায় লেগেই আছে। এসব অভাব অভিযোগকে দূর করে সৌভাগ্য ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। সৌভাগ্যকে জয় করার জন্যই আমরা আজাদীর অস্ত্র লাভ করেছি। দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেই আজাদ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র একাধিকবার রচিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি শাসনতন্ত্রই বড় কথা নয়। শাসনতন্ত্রের পশ্চাদ্বর্তী মানুষের ভূমিকাই সব চাইতে বড়। এ পথে সুযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের নূতন আহ্বান আজ এসেছে।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করতে পারলেই যে এদেশের কর্ণধারগণ দায়িত্বমুক্ত হবেন সে কথা বলা চলেনা। কারণ পাকিস্তান কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। এদেশের মানুষের নৈতিক উন্নতি বিধান কর্ণধারগণের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম দায়িত্ব। যে ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে তা কার্যে পরিণত করার দায়িত্বও বর্তমান কর্ণধারদের উপরেই ন্যস্ত। দীর্ঘ পনের বছর ধরে ওয়াদা খেলাফীর যে মহড়া আমরা দেখেছি এবারে তার পুনরাবৃত্তি হবে না বলেই আমরা আশা করি। আমরা এ আশাও করি যে, বিগত পনের বছরের মধ্যে পাকিস্তানে জোয়াখেলা, শরাব-পান, সুদব্যবসায় জেনা ও চুরির বাজার যেভাবে সরগরম হয়ে উঠেছে

www.ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org

তা বন্ধ করার যথাবিহিত ব্যবস্থা এবারে অবলম্বিত হবে। এর চেয়ে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে যে, একদিকে আমাদের প্রতিটি শাসনতন্ত্রে একথা স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হচ্ছে যে "কুরআন ও সুন্নাহর খেলাফ কোন আইন তৈরী করা হবেনা" আর অন্যদিকে পতিতাবৃত্তির জন্য পুরাদমে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। মোটা ইনকামের অজুহাতে মৃত ঘোড়দৌড়রূপ জুয়ার শিরায় ইন্‌জেকশন করে উহাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রকাশ্য বাজারে মদের দোকানের সাইনবোর্ড লাগিয়ে মদের অবাধ বেচা-কেনা ও বেদম শরাবনুশী চল্‌ছে। তা হলে কি বুঝব যে, এসবও কুরআন ও সুন্নাহর মোতাবেকই হচ্ছে? কোনটাই কুরআন ও সুন্নাহর বরখেলাফ হচ্ছেনা? শিয়াদের একটি বিশিষ্ট দল একথা বল্‌তেন যে, ইমাম সাহেবের পক্ষে শরাব খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। কারণ তিনি মা'ছুম ও বে-গোনাহ। তাঁর পবিত্রহস্ত যাই স্পর্শ করুক না কেন তা পবিত্র হয়ে যায়। আমাদের গত পনের বছরের নেতারা কি তাই মনে করতেন যে, পাকিস্তানের পাক-ভূমিতে জুয়া-শরাব যাই আসুক না কেন তা পাক হয়ে যায়!

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি যে, কুরআন পাকে ইসলামী রাষ্ট্রের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, "যদি আমরা তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করি তা হলে তারা নমায কায়েম করবে আর রোজা পালন করবে এবং সৎকাজে উৎসাহিত আর অসৎ কাজ হতে নিরুৎসাহিত করবে।" অতএব ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রধান শর্ত হবে নামায রোজার প্রতিপালন। এ কাজ পশ্চিমাভক্ত নেতাদের চোখে যতই প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হোক না কেন এ না হলে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের বুলি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে। এ কাজের জন্য প্রথমতঃ নেতাদেরকে নামায রোজার পাবন্দ হতে হবে তারপর রেডিও, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি মারফত জনসাধারণকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

এবারে পাকিস্তানের রাজনীতির পুরোধা... এসেছেন তাঁরা অজ্ঞ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হননি। বরং নির্বাচিত ব্যক্তিরাই এঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন। অতএব সঙ্গত কারণেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, পুরোপুরি যোগ্য ব্যক্তিরাই এবার পাকিস্তানকে মনযেলে মকসুদে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য হাল ধরেছেন। আমরা আশা করি এঁদের যোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তান তার নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সুরাহা খোঁজে পাবে।

নামের গুরুত্ব

বিগত মে মাসে লাহোরে আঞ্জুমানে হিমায়েতে ইসলামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খাঁ। উক্ত সভার প্রধান বক্তা মওলানা সালাহুদ্দীন আহমদ দুঃখের সহিত এ কথা উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র হতে "ইসলামী" শব্দটি বাদ দিয়ে উহার নামকরণ করা হয়েছে "রিপাবলিক অব পাকিস্তান।' পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতন্ত্রে সংশোধনীর ব্যবস্থা থাকায় মওলানা মওদুফ শাসনতন্ত্রের উক্ত ধারার সংশোধন পূর্বক উহাকে "রিপাবলিক অব পাকিস্তানের" পরিবর্তে "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান" করার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন।

সভাপতি সাহেব তাঁর অভিভাষণে এ ধরণের প্রস্তাবকে ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের ফল বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে' এ ধরণের নামকরণ দ্বারা পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রশংসালাভ করা যেত বটে কিন্তু তা দিয়ে পাকিস্তানের নাগরিকদের জীবনে ইসলামী ভাব ধারা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হত না। জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর এ দাবীকে সপ্রমাণিত করার জন্য বাতিল শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, উহাতে পাকিস্তানের নাম "ইসলামী রিপাবলিক অব পাকিস্তান" থাকা সত্বেও উহা নাগরিকদের জীবনে ইসলামী ভাব ধারা সৃষ্টির ব্যাপারে আদৌ কোন সহায়তা করেনি। উল্লিখিত কারণে জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব মনে করেন যে, নামের কোনই গুরুত্ব নেই। তাই তাঁরা পাক—জমহুরিয়ার নাম হতে "ইসলামী" শব্দটি বাদ

Contents

দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ নাগরিকদের জীবনে ইসলামী আদর্শ ফুটিয়ে তোলার জন্য শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ধারা ও উপধারা সন্নিবেশিত হয়েছে।

জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেবের যুক্তি যে অকাট্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেক মা-বাপ আদর করে ছেলের নাম রাখেন আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে ছেলে আল্লাহর বান্দা না হয়ে শয়তানের বান্দা হয়ে থাকে। নামকরণের ফলেই যদি স্বভাবের পরিবর্তন হত তা হলে আবদুল্লাহ নামের সব মানুষই আল্লাহর খাঁটি বান্দা হত। প্রেসিডেন্ট সাহেবের একথাও সত্য যে,পাক জমহুরিয়ার সহিত "ইসলামী" শব্দটি যোগ করলেই নাগরিকদের জীবনে ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠ্‌বে না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেবের এ কথার সহিত আমরা একমত হতে পারছি না যে, নামের কোনই গুরুত্ব নেই। নামের যদি কোনই গুরুত্ব না থাকে তবে পাক-রাষ্ট্রের নামের সাথে "রিপাবলিক" শব্দটি যোগ করা হল কেন? পাক-রাষ্ট্রের নাম থেকে যেমন "ইসলামী" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি "রিপাবলিক" শব্দটীকে বাদ দিলেও ত' চল্‌ত। আর যদি বহির্বিশ্বকে এ কথা জানাবার রাজনৈতিক প্রয়োজন থাকে যে, পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং সেইহেতু এর নামের সাথে "রিপাবলিক" যোগ করা হয়, তা হলে বহির্বিশ্বকে এ কথাও জানাবার প্রয়োজন আছে যে পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং সেইহেতু এর নামের সাথে ইসলামী শব্দটি যোগ করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এর নামের সাথে "ইসলামী" শব্দটি সংযোজিত হলে এর শাসনতন্ত্রে যে সব ইসলামী ধারা ও উপধারা আছে তা কার্যকরী করা সহজতর হত। কোন মুসলমানকে অনৈসলামিক কার্যে লিপ্ত দেখে আমরা তাকে সে কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ শুধু এ জন্যই দিতে পারি যে, তার নামের সহিত ইসলামের ছাপ রয়েছে। কিন্তু কোন অমুসলমানকে অনৈসলামিক কাজ হতে বিরত থাকার আদেশ দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনই অধিকার আমাদের নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নামের সাথে ইসলামী শব্দটি যুক্ত থাকলে আমরা পূর্ণ অধিকার সহকারে উহাতে ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তনের দাবী-দাওয়া পেশ করতে পারব। আর যদি তা' না হয় তবে এ ধরণের দাবী-দাওয়া পেশ করার আমাদের কোন ন্যায় সঙ্গত অধিকার থাকবে না।

নামেরও যে একটা গুরুত্ব আছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নামের গুরুত্ব আছে বলেই ত' কোন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই সর্ব প্রথম তার নামের পরিবর্তন করে থাকে।

আমরা আশা করি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মেম্বারগণ আমাদের উল্লিখিত যুক্তিসমূহ বিবেচনা করে দেখে পাকিস্তানের নামের সহিত "ইসলামী" শব্দটি সংযোজিত করবেন। যদি তা করা হয় তবে একটা কাজের মত কাজ হবে।

ভারতের মস্তিষ্ক বিকৃতি

জনশ্রুতি আছে যে, পাগলা কুকুরে কামড় দিলে দংশিত ব্যক্তির অবস্থা এই হয় যে, চোখের সামনে যাকেই পায় তাকেই কামড় দিতে চায়। ভারতের অবস্থাও হয়েছে তাই। আভ্যন্তরিন গোল-যোগ—নাগাদের হুমকী, আকালীদের অসন্তোষ,বিভিন্ন প্রদেশ হতে ভাষাভিত্তিক স্বতন্ত্ররাজ্য গঠনের দাবী আর এরই সঙ্গে চীনের মত শক্তিশালী রাজ্যের সাথে বিরোধ ও জাতিসংঘে কাশ্মীর প্রশ্নের পুনরালোচনা—এ সব কারণে ভারত সরকার ও ভারতীয় নাগরিকগণ এখন আর তাঁদের মস্তিষ্কের Balance ঠিক রাখ্‌তে পারছেন না। তাই তাঁরা উন্মাদের মত নানাভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি ভারতীয় পুলিশ বাহিনী দু'শ' সাঁওতাল সহ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বোদা থানার একটি গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামবাসীদেরকে ভারতীয় নাগরিক হওয়ার জন্য ভয় প্রদর্শন করে। গ্রামবাসীগণ তাদের কথায় কর্ণপাত না করায় তারা তাদের ঘর-বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে।

এ ছাড়া ভারতীয় মুসলমান বিতাড়নের যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলিম বিতাড়ন তার একটি জলন্ত প্রমাণ।

এসব আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সব নীতি ভঙ্গ করে ভারত সরকার নিজের সমাধি নিজেই রচনা করছেন মাত্র। অন্য কারও কোন ক্ষতি

www.ahlehadeethbd.org